NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ আশা কর্মীদের বঁটি-খুন্তি হাতে নিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে: অর্জুন সিং

হস্তশিল্পকে বিশ্ববাজারে পৌঁছতে ই-কমার্স পোর্টাল খোলার উদ্যোগ ৩

কলকাতা ২২ জানুয়ারি ২০২৬ ৮ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২২২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.01.2026, Vol.19, Issue No. 222, 8 Pages, Price 3.00

আজ শুরু বইমেলা

■ দীর্ঘ 'বনবাস' শেষে ফের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ফিরছে চিন। প্রায় ১৪ বছর পর শেষ মুহূর্তে স্টল দেওয়ার সিদ্ধান্তে বইমেলার আন্তর্জাতিক মাত্রা নতুন করে উজ্জ্বল হল। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটেয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হবে এবারের মেলার। আয়োজক গিল্ডের দাবি, 'বইয়ের কোনও সীমারেখা নেই'; সেই দর্শনেই ফের চিনের অংশগ্রহণ। এবারের ফোকাল থিম দেশ আর্জেন্টিনা। উদ্বোধনী মঞ্চে থাকবেন সে দেশের সাহিত্যিক গুস্তাবো কানসোব্রে ও রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো কাউসিনো।

ডব্লিউবিসিএস স্তরে নতুন ১৪০ পদ সৃষ্টি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবদন: মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যের ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতির পথ মসৃণ করল রাজ্য সরকার। বুধবার কর্মীবর্গ প্রশাসনিক দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিশেষ সচিব এবং যুগ্মসচিবস্তরে নতুন পদ সৃষ্টি করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ সচিব পদে অতিরিক্ত ৪০টি এবং যুগ্মসচিব স্তরে আরও ১০০টি নতুন

পদ সৃষ্টির কথা জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ডব্লিউবিসিএস এগজিকিউটিভ আধিকারিকদের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত থাকার অভিযোগ উঠছিল। সেই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অতিরিক্ত পদ তৈরির আবেদন জানিয়েছিলেন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের একাংশ। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের চিঠি দিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। শেষ পর্যন্ত বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হল।

নতুন পদ সৃষ্টির ফলে ডব্লিউবিসিএস ক্যাডারের একটি বড় অংশ দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চস্তরের দায়িত্ব বণ্টনেও গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আশা কর্মীদের অবরোধ (ওপরে) ও আইএসএফের অধিকার সমাবেশের (নীচে) জোড়া কর্মসূচিতে বুধবার হাঁসফাঁস করল শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা। -নিজস্ব চিত্র (খবর পৃ.৩)

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা, জরুরি রিপোর্ট তলব কমিশনের

মুখ্যসচিবকে বেঁধে দেওয়া হল ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত বিভাগীয় পদক্ষেপ চূড়ান্ত করার অভিযোগে নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে রিপোর্ট তলব করেছে। রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে কমিশন ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে। আগামী ২৪ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটার মধ্যে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে গৃহীত বিভাগীয় মামলার সম্পূর্ণ নথি কমিশনে জমা দিতে হবে বলে কমিশনের পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে অনিয়মের অভিযোগে বারুইপুর পূর্বের ইআরও দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, এইআরও তথাগত মণ্ডল, ময়না বিধানসভার ইআরও বিপ্লব সরকার এবং এইআরও সুদীপ্ত দাসের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করেছিল কমিশন। সেই অনুযায়ী বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কমিশনের সঙ্গে বাধ্যতামূলক পরামর্শ করার নিয়ম মানা হয়নি বলে প্রাথমিকভাবে মত কমিশনের। এমনকি একজন আধিকারিককে বেকসুর খালাস এবং আরেকজনকে সামান্য শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও, তা কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই কার্যকর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

এই পরিস্থিতিতে কমিশন রাজ্য প্রশাসনের কাছে জানতে চেয়েছে, কোন দফতর বা আধিকারিক কমিশনের নির্দেশ মানেনি এবং কেন বাধ্যতামূলক পরামর্শের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। পাশাপাশি চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার চার্জশিট, আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য, তদন্ত রিপোর্ট, চূড়ান্ত আদেশ ও সংশ্লিষ্ট ফাইল নোটিং সহ সমস্ত নথি জমা দিতে বলা হয়েছে।

জীবনকৃষ্ণ-প্রসন্নদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'দুর্নীতির অর্থে কেনা সম্পত্তি আইনের আওতায় আনা হচ্ছে'; এই বক্তব্যকে সামনে রেখেই বড়সড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কলকাতা জোনাল অফিস পিএমএলএ, ২০০২ অনুযায়ী প্রাথমিক ভাবে বাজেয়াপ্ত করল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা, প্রসন্নকুমার রায় ও তাঁদের সহযোগীদের নামে থাকা বিপুল অস্থাবর সম্পত্তি।

ইডি সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৫৭.৭৮ কোটি টাকার সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে রাজারহাট ও নিউটাউনের অভিজাত আবাসন, পাঠারঘাটা ও গাড়াগাড়ির ভিলা, উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক জমি, পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমানের সম্পত্তিও। তালিকায় রয়েছে হিডকো-উন্নত এলাকায় থাকা ফ্ল্যাট ও জমির খতিয়ান। এই পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ এসএসসি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলারই অংশ।

ইডির হিসাব অনুযায়ী, এই কেলেঙ্কারিতে এখনও পর্যন্ত মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য দাঁড়াল প্রায় ৬৯৮ কোটি টাকা। তদন্তকারীদের স্পষ্ট বার্তা; 'দুর্নীতির শিকড়ে কোপ পড়ছেই।'

তালিকা প্রকাশ

■ একাদশ ও দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। বুধবার সন্ধ্যায় কমিশনের তরফে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবার যেমন উত্তীর্ণদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তেমনই প্রকাশ করা হচ্ছে অনুত্তীর্ণদের তালিকাও। অর্থাৎ সব প্রার্থীই জানতে পারবেন তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন নাকি অনুত্তীর্ণ।

আজ কলকাতায় ইডির ডিরেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাক-কাণ্ডের রেশ কাটতে না-কাটতেই কলকাতায় পা রাখছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) ডিরেক্টর রাহুল নবীন।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার শহরে এসে তিন দিনের সফর শুরু করবেন তিনি। সরকারি পর্যায়ে এখনও সফরের বিশেষ কারণ প্রকাশ হয়নি, কিন্তু রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, সাম্প্রতিক আইপ্যাক অভিযান এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে ইডির উত্তপ্ত সম্পর্ক এই সফরকে বিশেষ তাৎপর্য প্রদান করছে। সঙ্গে থাকবেন আইনি পরামর্শদাতারাও। গত ৮ জানুয়ারি আইপ্যাকে তল্লাশিতে যাওয়া তদন্তকারী আধিকারিকদের নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠকে বসতে পারেন রাহুল নবীন। তল্লাশি চলাকালীন যেভাবে তাঁদের কাজে প্রশাসনিক বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠছে, সেই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করবেন, তা নিয়ে পরামর্শ দিতে পারেন ইডি ডিরেক্টর।

রাহুল নবীন শুক্রবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে রাজ্যের সব ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। রাজ্যের সকল অফিসারকে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইডি অভ্যন্তরীণ সূত্রের ধারণা, বৈঠকে আইপ্যাক কাণ্ডের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

শনিবার তিনি দিল্লি ফেরার পরিকল্পনা করেছেন। ইডি-রাজ্য সরকারের সম্পর্কের সূক্ষ্মতা এবং আইপ্যাক ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই সফর রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই সরগরম আলোচনা সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী তিন দিনে ইডি-অফিসারদের সঙ্গে এই বৈঠক রাজ্যের আইপ্যাক কেসের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বৃহস্পতিবার শহরে এসে তিন দিনের সফর শুরু করবেন তিনি। সরকারি পর্যায়ে এখনও সফরের বিশেষ কারণ প্রকাশ হয়নি, কিন্তু রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, সাম্প্রতিক আইপ্যাক অভিযান এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে ইডির উত্তপ্ত সম্পর্ক এই সফরকে বিশেষ তাৎপর্য প্রদান করছে।

কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে পুরনো এক মামলায় গত ৮ জানুয়ারি কলকাতায় ইডি হানা দেয়। তল্লাশি চলে মূলত শাসক শিবিরের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি এবং সংস্থার সল্টলেকের অফিসে। দু'জায়গাতেই তল্লাশির সময় পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অফিস এবং বাড়ি থেকে জরুরি ফাইল নিয়ে চলে যান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি অভিযোগ তোলেন, বিধানসভা ভোটের আগে তাঁর রাজনৈতিক রণকৌশল চুরির উদ্দেশে আইপ্যাকে ইডির এই হানা। তাই তিনি ওই সব তথ্য নিয়ে যাচ্ছেন। পালটা ইডি আধিকারিকরা অভিযোগ তোলেন, তাঁদের কাজে প্রশাসনিকভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে দু'পক্ষের তরফেই মামলা দায়ের করা হয়। আইনি লড়াইয়ের জল গড়ায় কলকাতা হাই কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে এনিয়ে শুনানি রয়েছে।

তার আগেই কলকাতায় ইডি ডিরেক্টরের আগমন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসার পরদিন, শুক্রবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে বৈঠক করবেন ডিরেক্টর রাহুল নবীন। ওইদিন আইপ্যাকের দপ্তরে যাঁরা তল্লাশি করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কাজে বাধা পেলে কোন কৌশলে মোকাবিলা করবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন ইডি ডিরেক্টর। শনিবার আবার তাঁর দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা।

গেরুয়া দুর্গ পুরুলিয়ায় রণসংকল্প অভিষেকের

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

একদিকে উন্নয়নের রামধনু, অন্য দিকে বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা ও পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বিধানসভা নির্বাচনের আগে পুরুলিয়ায় এসে এভাবেই যৌথ মোড়কে নিজেকে পেশ করলেন সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাও অধ্যুষিত জঙ্গলমহল পুরুলিয়া বিগত দিনে কী ছিল তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,২০১১সালের আগে এই পুরুলিয়া মাওবাদীদের ভয়ে কেউ আসতে চাইত না। প্রায় প্রতিদিন রক্ত ঝরত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর এই পুরুলিয়ায় শান্তি ফিরে এসেছে। আজ বিজেপি নেতারা এই পুরুলিয়া এসে বড় বড় ভাষণ দিয়ে যাচ্ছে। এই পুরুলিয়াকে ফের অশান্ত করতে চাইছে সিপিএম থেকে জার্সি বদল করে আসা বিজেপির হার্মাদ বাহিনী। তিনি প্রমাণস্বরূপ এক একটি বিধানসভা এলাকার সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতাদের নামের তালিকা উল্লেখ করেন এদিন সভামঞ্চ থেকে। অভিষেকের জনপ্রিয়তা পুরুলিয়ায় যে এখনও অটুট রয়েছে, তা তিনি এদিন বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। বিজেপির দুর্গ বলে পরিচিত পুরুলিয়ায়

সভা ভাসল জনজোয়ারে। বুধবার পুরুলিয়ার কাশীপুর বিধানসভার অন্তর্গত হুড়া থানার লধুড়কা চণ্ডেশ্বর মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রণসংকল্প সভায় ১০ থেকে ১৫কিলোমিটার দূরের গ্রাম গুলো থেকে পায়ে হেঁটে মানুষ এসেছিলেন। কেন? কীসের টানে? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী-সহ একাধিক জনমুখী সুযোগ সুবিধা গুলি পেয়ে মানুষজন যে উপকৃত সেই বার্তা দিতেই পুরুলিয়ার মানুষ এদিন ভেঙে পড়েছেন সভাস্থলে।

বুধবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আকাশ পথে দুপুর ২টো নাগাদ অভিষেক সভামঞ্চে পৌঁছন। এদিন অভিষেক সভামঞ্চ থেকে বলেন, বেশিরভাগই বিধানসভা বিজেপির দখলে। লোকসভা নির্বাচনেও এই পুরুলিয়া লোকসভাতে বিজেপির জ্যোর্তিময় সিং মাহাত জয়লাভ করেছেন। তাহলে তো পুরুলিয়া ডবল ইঞ্জিন সরকার রয়েছে। কিন্তু আপনারা বলতে পারবেন এই পুরুলিয়ার জন্য কি করেছেন তারা। একটা ট্রেন লাইন করেছেন। এমনকি যে সকল ট্রেনগুলি চলে সেগুলি পর্যন্ত সঠিক সময় চলাচল করে না। জেলার উন্নয়নের জন্য কোনদিন একটা চিঠি লিখেছেন। জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোদের লজ্জা লাগে না। বরং পুরুলিয়ার এই ডবল ইঞ্জিনের সরকার জল জীবন মিশনের, আবাস যোজনার, গ্রাম সড়ক যোজনার টাকা আটকে রেখে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে রেখেছে। এই ডবল ইঞ্জিন সরকারের নমুনা। কেবল সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি। যেখানে রাম মন্দির হয়েছে সেখানেও বিজেপি হেরেছে। গীতার একটা শ্লোক বলতে পারবে। বাইরে কাজ করতে যাওয়া পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানা এলাকার ৭জন পরিযায়ী শ্রমিককে বজরং দল মেরেছে। এরা বড় বড় কথা বলে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে পুরুলিয়ার মানুষ এদের যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে। এই জেলা সবুজময় হওয়া কেবল অপেক্ষা। ৯-০ করে পুরুলিয়ায় তৃণমূল জিতবে।

চন্দ্রকোনা-হামলায় শুভেন্দুকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চন্দ্রকোনায় কনভয় হামলা মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর ঘিরে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, স্পষ্ট নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ একই সঙ্গে রাজ্য সরকার ও শুভেন্দুর নিরাপত্তায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী সিএপিএফের রিপোর্ট তলব করেছেন।

গত ১০ জানুয়ারি রাতে পুরুলিয়া থেকে ফেরার পথে চন্দ্রকোনা রোডে শুভেন্দুর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ ও হামলার অভিযোগ ওঠে। বিজেপি নেতার দাবি, পুলিশের সামনে লাঠি-বাঁশ নিয়ে হামলা চালিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ছ'ঘণ্টা থানা চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভেও বসেন তিনি।

এই ঘটনায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগ তুলে সিবিআই তদন্তের

আবেদন জানান শুভেন্দু। আদালত মামলা গ্রহণ করলেও রাজ্য পক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ হবে না। আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশে আপাতত আইনি সুরক্ষা পেলেন বিরোধী দলনেতা।

বিদায় মহাকাশ, অবসরের গ্রহে সুনীতা

ওয়াশিংটন, ২১ জানুয়ারি: দীর্ঘ ২৭ বছরের বর্ণময় কর্মজীবন এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে একের পর এক মাইলফলক স্পর্শ করার পর অবশেষে অবসর নিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাসার মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। গত ২৭ ডিসেম্বর তিনি অবসর নিয়েছেন। একথা বুধবার (আমেরিকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার) আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে নাসা।

নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান সুনীতাকে 'মহাকাশ অভিযানের অগ্রদূত' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, সুনীতা উইলিয়ামস ইতিহাসের অন্যতম সফল মহাকাশচারী। তিনি ১৯৯৮ সালে নির্বাচিত হন, মহাকাশে ৬০০ দিনেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন, এক্সপেডিশন ৩৩-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন, ৬০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মোট নয়টি স্পেসওয়াক সম্পন্ন করেছেন এবং স্পেস শাটল, সয়ুজ, স্টারলাইনার ও ড্রাগন মহাকাশযানে অভিযান পরিচালনা করেছেন। তিনি বলেন, চারটি ভিন্ন মহাকাশযানে উড্ডয়ন করা সত্যিই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো! এক্সপেডিশন ৭৪-এ তাঁর মিশনটি

সর্বোচ্চ স্তরের কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং নেতৃত্বের প্রতিফলন। মহাকাশযাত্রার জন্য মানব ইতিহাসে সর্বোচ্চ মান স্থাপন করার জন্য এবং পরবর্তীতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সুনীতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জ্যারেড আইজ্যাকম্যান।

সুনীতার প্রথম মহাকাশযাত্রা ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে। ডিসকভারি শাটলে চড়ে প্রথম মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। নাসার এক্সপিডিশন ১৪/১৫-র ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন সুনীতা। শুধু তা-ই নয়, গোটা অভিযানের সময় চারটি স্পেসওয়াক করে বিশ্বরেকর্ডও গড়েন। ২০১২ সালে দ্বিতীয় বার মহাকাশে যান সুনীতা। ১২৭ দিনের সেই অভিযানে মহাকাশ স্টেশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর। ২০২৪ সালে তাঁর তৃতীয় ও শেষ অভিযান ছিল বোয়িং স্টারলাইনারে চড়ে মহাকাশ স্টেশনে যাওয়া। সঙ্গী ছিলেন আর এক মার্কিন মহাকাশচারী বুচ উইলমোর। সে বার মাত্র ১০ দিনের অভিযানে গিয়ে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় ১০ মাস মহাকাশে আটকে থাকতে হয় তাঁদের। অবশেষে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ২৮৬ দিন পর পৃথিবীতে ফেরেন দু'জনে।

৪৮ ঘণ্টায় ডিজি নিয়োগের নাম প্রস্তাব, নির্দেশ নবান্নকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল (ক্যাট) রাজ্য পুলিশের ডিজি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় আগামী ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য সরকারকে ডিজি পদে নিয়োগের জন্য ইউপিএসসি-কে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। তার প্রেক্ষিতে আগামী ২৮ তারিখ ইউপিএসসির কমিটি প্যানেল প্রস্তুত করবে এবং ২৯ জানুয়ারির মধ্যে প্যানেল প্রস্তুত করে রাজ্যকে পাঠাবে ইউপিএসসি।

এই মামলার আবেদনকারী ১৯৯০ ব্যাচের আইপিএস অফিসার রাজেশ কুমার। বর্তমানে তিনি রাজ্যের জনশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার দফতরের প্রধান সচিব পদে কর্মরত। আর কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর কর্মজীবন শেষ হবে। ট্রাইবুনালে তিনি তাঁর আবেদনে জানিয়েছিলেন, ডিজি হওয়ার সমস্ত রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ১৯৯০ ব্যাচের আইপিএস অফিসারের মামলায় আজ ক্যাট জানিয়েছে, রাজ্য সরকারের জন্য কোনও আইপিএস অফিসারকে বঞ্চিত করা যায় না। তাঁর দাবি, ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাজ্যের পুলিশ প্রধানের পদ শূন্য হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার ইউপিএসসি-কে প্রস্তাব পাঠায়নি। শেষ পর্যন্ত ২০২৫ সালের ১৬ জুলাই ১০ জন আইপিএস অফিসারের নাম পাঠানো হয়, যার মধ্যে তাঁর নামও ছিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Tara Debi Shaw W/o. Late Lakshan Shaw ও Tara Devi W/o. Late Lakhan Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৪৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Kazi Badrudujya S/o. Kazi Abul Hayat, R/o. Kazimahalla, Pandua, Hooghly-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটে (বেলুন ডঃ পার্বতীচরণ স্মৃতি বিদ্যামন্দির) আমার পিতার সঠিক নাম Kazi Abul Hayat-এর পরিবর্তে Kazi Abdul Hayat লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Kazi Abul Hayat ও Kazi Abdul Hayat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৬৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Moumita Das (old name) W/o. Swarnendu Das & D/o. Sunil Kumar Mallick, R/o. 14/21, Babuganj Shibtala, Chinsurah, Hooghly, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Moumita Das নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Moumita Mallick Das (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Moumita Das & Moumita Mallick Das W/o. Swarnendu Das & D/o. Sunil Kumar Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Samim Hosen S/o. Sk. Taijul Hosen ও Sk. Samim Hossain S/o. Sk. T. Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Usha Mondal (old name) W/o. Sandip Francis Mondal, R/o. Keota Shyamsundarpur, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Usha Mondal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Maria Mondal (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Usha Mondal & Maria Mondal W/o. Sandip Francis Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Mathew Snehasis Mondal.

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Mondal (old name) S/o. Late Ratan Mondal, R/o. Keota Shyamsundarpur, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sandip Mondal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sandip Francis Mondal (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sandip Mondal & Sandip Francis Mondal S/o. Late Ratan Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Mathew Snehasis Mondal.

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Prem Chanda Tirkey S/o. Jethu Tirkey ও Premchand Tirkey S/o. J. Tirkey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Abinas Jaiswal S/o. Krishna Jaiswal, R/o. 327, Bara Bazar, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Abinas Jaiswal S/o. Krishna Jaiswal & Abinash Jayswal S/o. Krishna Jayswal, Abinas Joyswal S/o. Krishna Joyswal & Abinas Jaiswal S/o. Krishna Joyswal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Usha Devi Chowdhury & Usha Chowdhury W/o. Manoj Chowdhury ও আমার কন্যা Guria Chowdhury & Gurria Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Jaydeb Paul S/o. Krishna Chandra Paul ও Jaydeb Pal S/o. K. Ch. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৪৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Debasis Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Lakshmikanta Santra ও N Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Sk. Nurjaha W/o- Sk Bashir Ahamed আমার পুত্র জন্মের প্রমানপত্রে Sk. Nurjaha Bibi রেকর্ড আছে। ০৩/০১/২০২৬ তারিখে বারাসাত কোর্টের Sl. No- 232 এফিডেভিট বলে সঠিক Sk. Nurjaha নামে পরিচিত হইলাম। ভুল ঠিকানা Nebadhai Khanpara, Duttapukur, 24 PGS. সঠিক ঠিকানা Barabamunia, P.O.- Guma, P.S.- Ashokenagar, Dist- (N) 24 PGS, Pin- 743704.

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সন্ধ্যা রানী ওরফে সন্ধ্যা ঘোষ, স্বামী - বাসুদেব ঘোষ, জে.এল. নং - ১০৪ মৌজা নামাজগ্রাম হাল - ৭৬২ কৃঃ খতিয়ানে ৩৭১/১২৭১ দাগে ৭.১৬৫ শতক সম্পত্তিতে গত ইং - ৩০/০৭/২৫ তারিখে পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৪৯০ নং আমমোক্তার বলে মহঃ সামিম কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত মহঃ সামিম গত ইং - ৩০/১২/২৫ তারিখে পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৯১৫ নং দলিল মূলে রক্ষা দেবি বৈরাগী কে বিক্রয় করেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ডএল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

সন্ধ্যা ঘোষ
পান্ডুয়া, হুগলী

নাম-পদবী

আমি বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের Sl. No- 231 এফিডেভিট বলে 03/01/2026 তারিখে আমার জন্মের প্রমানপত্রে Sk. Nurjaha Bibi W/o- Sk. Basir Ahamed আছে। Sk. Nurjaha এবং আমার স্বামী Sk. Bashir Ahamed সঠিক নামে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Asit Majumdar** S/O Anil Kumar Majumdar R/O 2, Mahatma Gandhi Road PO & PS Serampore Dist Hooghly W.B. have changed my name and shall henceforth be known as **Asit Mazumder** as declare before the LD Judicial Magistrate 1st Class at Serampore court, Hooghly West Bengal vide affidavit no-1078 Dated-16/01/2026. **Asit Mazumder** and **Asit Majumdar** both are the same and one identical person.

I, Ritu Mallick, D/O- Lt. Shambhu Mallik of Vill- Ramchandrapur, PO- Bali Durgapur, PS- Nischinda, Dist- Howrah do hereby declare that I have changed my religion Hindu to Islam vide affidavit 214, dt.- 08/01/2026 before the Notary public at Berhampore and changed my name from Ritu Mallick to Taslima Bibi.

AFFIDAVIT

আমি, Laden Rahaman পুত্র Jiyaur Rahaman ঠিকানা- গ্রাম ও পোস্ট অফিস- কোল্লা, পুলিশ থানা- চন্দ্রকোনা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এতদ্বারা A.C.J.M., ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর-এর আদালতে দাখিল হলফনামা নম্বর ২৪০ তারিখ ১৩.০১.২০২৬ মারফত ঘোষণা করছি যে আমার আসল নাম Laden Rahaman পুত্র Jiyaur Rahaman এবং এটি আমার আধার এবং ভোটার আইডি কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু আমার UCO ব্যাঙ্ক, পলাশচাবড়ি শাখার সেভিংস অ্যাকাউন্ট নং ১২৭৫০২১১০০৩৪০৪-এ আমার নাম ভুলবশত Laden Khan পুত্র Jiaur Rahaman হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। Laden Rahaman পুত্র Jiyaur Rahaman এবং Laden Khan পুত্র Jiaur Rahaman এক এবং একই অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I, **Shabnam Ara** W/O Raza Khan, D/O Jamaluddin residing at H.No. 18, BL. No. 11, Purani Talab, P.O. & P.S.- Jagatdal, Dist. - North 24 Parganas, PIN - 743125 do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 15.01.2026 that my actual and correct name is Shabnam Ara but in my son's actual and correct name is Ahmed Raza Khan but in his birth certificate being no. WB_BR_2015/20020/10388, Date of Registration 05/11/2015, his name has been recorded as Md Ahmed Raza Khan and mother's name as Sabnam Ara inadvertently. The purpose of this affidavit is to rectify the records.Myself Shabnam Ara and Sabnam Ara is the same and one identical person and my son Ahmed Raza Khan and Md Ahmed Raza Khan is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **১)শ্রীমতী পুতুল রাও**, স্বামী আনন্দ রাও সাকিম কেওটা কালীবাড়ি, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, **২)শ্রীমতী রানু কর**, স্বামী অনুপ কর, সাকিম নেতাজী পল্লী, রামমোহন সরনী, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, **৩)শ্রীমতী রুমা কর্মকার**, স্বামী সমর কর্মকার, সাকিম ৭৯৬/১ অশোকনগর, অশোকনগর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা-743222, **৪)শ্রীমতী সোনালী ব্যানার্জী**, স্বামী সুদীপ ব্যানার্জী, সাকিম বৈঁচিগ্রাম, বৈঁচি, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়াগণ বিগত ইং 31-01-2019 তারিখে D.S.R-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV-00058/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সমীর সমাদ্দার**, পিতা মহাদেব সমাদ্দার, সাকিম কেওটা কালীবাড়ী, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২০/০১/২০২২ তারিখে D.S.R-II হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে I-00442/2022 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস**, স্বামী শ্রী কিশোর বিশ্বাস, সাকিম নেতাজী পার্ক ২, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াকে ৩ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, জে. এল. ৭, হাল এল. আর ৫৪৩ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৬১৯ নং তথা হাল.এল.আর. ৯৪২৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.২৩৩ একর তন্মধ্যে ৩ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস**, স্বামী শ্রী কিশোর বিশ্বাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল সৈয়দ আসিফ আলি, পিতা সৈয়দ আমীর আলি, ডিরেক্টর -ফনিক্স মেডিক্যাল সেন্টার- রামেশ্বর সাউ রোড, আদেশ অ্যাপার্টমেন্ট, পো এবং থানা এন্টালি, পিনকোড : ৭০০০১৪, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৫৭৮/১৯৮৮, বুক নং ১, ভলুম্য -১১৯, পৃষ্ঠা ৩১৫-৩২২, রেজিস্ট্রিকৃত এস আর কাশীপুর, দমদম, ফনিক্স মেডিক্যাল সেন্টার প্রা লি , ৪২৪/১, পি কে গুহ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৮ থেকে ফনিক্স হসপিটার অ্যান্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার প্রা লি, নির্মল সেনগুপ্ত সরণি, কলকাতা -৭০০০৮১ যাওয়ার পথে ১৯.০১.২০২৬ তারিখে আনুমানিক রাত ৮ টার সময় খোয়া যায়, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দমদম থানায় উল্লেখ্য জিডি নং ১৪০২ তারিখ ২০.০১.২০২৬ দায়ের করা হয়।

কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানান।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
চেম্বার নং টি ১৪, ৪র্থতল,
১৯, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা -৭০০০০১
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep.infralegal@gmail.com

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সুদেব বিশ্বাস, পিতা - যতিন বিশ্বাস জে.এল. নং - ২০, মৌজা বৈঁচীগ্রাম, হাল - ৭৮১৮ কৃঃ খতিয়ানে এল.আর. - ১২২৬০ দাগে ৮.২৫ শতক সম্পত্তিতে গত ইং - ২৯/০১/২৪ তারিখে পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৩৫ নং আমমোক্তার বলে কনোশ মন্ডল কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত কনোশ মন্ডল গত ইং - ০৭/০২/২৪ তারিখে পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬১৫ নং দলিল মূলে রমেশ সাহা কে বিক্রয় করেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ডএল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুদেব বিশ্বাস
পান্ডুয়া, হুগলী

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমার মক্কেল রাগিনী উপাধ্যায়, স্বামী- রবীকান্ত উপাধ্যায় গত ইংরাজীর ১৯.০৮.২০২১ তারিখে দলিল নং- ৩৪৩৭/২০২১, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর প্রদত্ত আমমোক্তার দাতাগন (১) হোরিপদ মল্লিক, (২) শংকর মল্লিক, (৩) দিলীপ কুমার মল্লিক, (৪) অমিত কুমার মল্লিক, (৫) অনিমেষ মল্লিক, (৬) অভিষেক ঘোষ, (৭) লীলা ঘোষ, (৮) শীলা ঘোষ, (৯) বিজলী ঘোষ, আমমোক্তার গ্রহিতা (১) দিলীপ কুমার মল্লিক ও (২) অমিত কুমার মল্লিক, আমমোক্তার নং I-২০৭৬/ ২০২১ তারিখ ২৩.০৩.২০২১ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে নিম্ন তপশীল জমি খরিদ করিয়াছেন। জেলা- হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-মাহেশ, এল.আর. খতিয়ান- ২৮৫৩, ৪৪৫৩, ৭০১৭, ৮৮৮২, ৮২৪৪, জমির পরিমান ০১ কাঠা ০৮ ছটাক।

উপরোক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অদ্য তাং হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampor Court
Enrl. No. F-1643/1636/1990

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল Uttam Ghosh পিতা- Satya Charan Ghosh বিগত ০৭/০৯/২০০৫ তারিখে A.D.S.R বারাসাত অফিসে 0384 নং আমমোক্তার নিযুক্তিয় Anjan Bhattacharya এবং অত্র অফিসে 0130 নং আমমোক্তার 10/08/2000 তারিখে মৌজা নলকুরা, J.L- 105, দাগ নং 272, খতিয়ান 151/1, 462/1, 389/1, 453/1, 459/1 ভুক্ত। 2 কাঠা জমি অত্র অফিসে 04919/2005 নং দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে 30 দিনের মধ্যে বারাসাত-I B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

Yasser Arafat
Advocate
Barasat Judges Court

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অজিত কুমার কুন্ডু ও ২)শ্রী সুজিত কুমার কুন্ডু**, উভয়ের পিতা ৺নারায়ন প্রসাদ কুন্ডু, উভয়ের সাকিম পালপাড়া (পশ্চিম), চন্দননগর, হুগলী- ৭১২১৩৬, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ২০/০৩/২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00072/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বিষ্ণু রাউৎ** পিতা ৺যোগেন চন্দ্র রাউৎ সাকিম ৩নং শিব সোহাগিনী কলোনী, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৯/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-03548/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **শ্রীমতী শঙ্করী রাজবংশী**, স্বামী শ্রী রবীন্দ্র রাজবংশী, সাকিম শিবপুর নতুন কলোনী, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী- ৭১২৫০৩, মহাশয়াকে ০২ কাঠা ০৫ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা শিবপুর, জে.এল. নং ৩৭, হাল এল. আর ৩/১ ও ৮৪৭/১ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৫১ নং তথা হাল.এল.আর. ৩০৪ নং দাগে শুনা জমি ০.০৩৮ একর বা বাংলা মাপে ০২ কাঠা ০৫ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী শঙ্করী রাজবংশী**, স্বামী শ্রী রবীন্দ্র রাজবংশী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমি Bholanath Jena, আমার স্ত্রী Narmada Jena, ঠিকানা- Hari Sardar Bar, Bansbye lane, Madrasi Pacea line no-1/5, Lakshmi Ghat, P.S-Khardah, 24pgs (N), কিছু দিন যাবৎ আমার স্ত্রীকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমি এই মর্মে খড়দহ থানায় একটি ডায়রি করি যার G.D.E no-677, তারিখ ১৮-০২-২০১১, যদি কোন ব্যক্তি আমার স্ত্রী সন্ধান পান তাহলে এই ঠিকানা বা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন তাহলে আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি বিমল শর্মা, পিতা বৈদ্যনাথ শর্মা, সাং+পোঃ- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- 741121, গত ইংরাজীর 03/12/2015 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে IV-160/2015 নং আমমোক্তার দলিল বলে 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজার এল.আর. 33208 নং খতিয়ান আর.এস. 21978 এল. আর. 23359 নং দাগে মোট 433 শতক সম্পত্তির মধ্যে 66.67 শতক সম্পত্তির রায়ত শ্রী প্রভাষ চন্দ্র সাহা, পিতা- মৃত নরেন্দ্র নাথ সাহা, সাং- নতুনবাজার, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন-741101, মহাশয় আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আমি আমমোক্তার ক্ষমতাই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া গত ইং 09/11/2016 তাং কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে 8885/2016 নম্বর দলিল বলে সাং- উত্তর যাত্রাপুর নিবাসী স্বর্গীয় দেবেন্দ্র নাথ মহাশয়ের পুত্র শ্রী সুমন নাথ মহাশয়কে উক্ত দাগ হইতে 3.30 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করি। উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 15 দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেগ কার্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২শে জানুয়ারি, ৮ ই মাঘ। বৃহস্পতিবার। শ্রী গনেশ চতুর্থী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দুর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : G/M নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত আজ। সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : A/ K নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত আজ। সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : K/ M নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত আজ। বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : P/ L নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত আজ। ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : শিক্ষা ও কর্ম র প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য। কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : সচেতন হতে হবে। প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

(সিদ্ধি ভিনায়ক শ্রী গনেশ চতুর্থী।)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী শঙ্করী ঘোষ** স্বামী তারক চন্দ্র ঘোষ, সাকিম ঘোষালিয়া, ডুমুরদহ, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, **২)শ্রীমতী অলোকা চাঁই** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চাঁই, সাকিম পাঁচলকি, মোড়পুকুর, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৫০, **৩)শ্রীমতী লিপিকা ঘাউ** স্বামী শ্রী জহর ঘাউ, সাকিম মনিরামপুর, বেগমপুর, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৩০৪, **৪)শ্রীমতী মনিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, সাকিম চক গোয়ালাপাড়া, বৈদ্যবটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, **৫)শ্রীমতী কনিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, সাকিম ঘোষপাড়া, সুলতানগাছা, পোলবা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়/মহাশয়াগণ, বিগত ইং ১২/০৩/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00053/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার দত্ত** পিতা ৺ভূপেশ চন্দ্র দত্ত, সাকিম ৩ নং শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও সম্পত্তির অপর শরিকগণের (**১)শ্রী অর্জুন ঘোষ, ২)শ্রী মুকুন্দ ঘোষ, ৩)শ্রী লালমোহন ঘোষ, ৪)শ্রী উদয় ঘোষ** সকলের পিতা ৺বিশ্বনাথ ঘোষ) সহিত যৌথ ভাবে আমার মক্কেল বিগত ইং ২৯/১০/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-03327/ 2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে তপশীল – জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুড়িগাছি, জে.এল. নং ২২০, হাল এল. আর ৫৬৮ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. ১৫৬৩ নং তথা হাল.এল.আর. ১৫৩৮ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় ০.৬১ একর তন্মধ্যে ০৭ ছটাক সম্পত্তি ও ২)আর.এস. ১৫৩২ নং তথা হাল.এল.আর. ১৫৩৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪.১৬ একর তন্মধ্যে ০১ কাঠা ১০ ছটাক ২৭ বর্গফুট ছটাক সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে মোট ০২ কাঠা ০১ ছটাক ২৭ বর্গফুট, সম্পত্তি **শ্রী শত্রুধন সাহানী** পিতা বৈজ নাথ সাহানী, সাকিম ২২/৩১৭ এন.বি. লাইন, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ক্রেতা **শ্রী শত্রুধন সাহানী** মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ২৪/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-00815/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **নিরমলা পন্ডিত**, স্বামী ৺রাম নরেশ পন্ডিত ও পিতা অকলু পন্ডিত, সাকিম ৪২/১, আর.বি.এস.রোড, চাঁপদানী, এঙ্গ্যাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়াকে উক্ত ০২ কাঠা ০১ ছটাক ২৭ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **নিরমলা পন্ডিত**, স্বামী ৺রাম নরেশ পন্ডিত ও পিতা অকলু পন্ডিত, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

প:ব: সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং: ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমরা ১/শ্রী সুজয় রক্ষিত পিতা মৃত অসীম রক্ষিত, সাং- রাম জে রোড (চাষাপাড়া), পো: কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া ২/ শ্রী সন্দীপ কুমার পাল পিতা প্রদীপ কুমার পাল, সাং- সাপুরিয়া পাড়া ওয়েস্ট লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ৩/শ্রী স্বরূপ দপ্তরী পিতা মৃত অজিত দপ্তরী, সাং- রাম জে রোড (চাষাপাড়া), পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া ৪/শ্রী রাকেশ ঘোষ পিতা মৃত বিশ্বনাথ ঘোষ, সাং- বাঁকুদজী লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত ৪০নং পূর্ব খামারশিমুলিয়া মৌজার আর এস. ৩৮৬ এল আর ৪৯৫ দাগের পাঁচটি তপশীলে এল আর ৩৪৮৬, ৩৪৮৭, ৩৪৮৮, ৩৪৯৩, ৩৪৯১, ৩৪৯২, ষ৩৪৮৯,৩৪৯০নং খতিয়ানে মোট ২৫ শতক, সম্পতি গত ইং ২৮/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে হাঁসখালী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-844/2024 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক ১/ মমতা দাস, স্বামী মানব বন্ধু দাস সাং- বীরেশপল্লী, মধ্যমগ্রাম, পো:+ থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, ২/ অনিতা গুহ রায়, স্বামী সুশান্ত গুহ রায়, সাং- রবীন্দ্র সরনী (দক্ষিন), নিশ্চিন্দা, বালী, জেলা- হাওড়া ৩/ রীতা সরকার, স্বামী সুশান্ত সরকার, সাং- রবীন্দ্র রোড, পোনাওপাড়া, বারাসাত, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, ৪/ সুপ্রতীম মজুমদার পিতা মৃত কনক কান্তি মজুমদার, সাং- পো:-খামারশিমুলিয়া, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, ৫/ওফেলিয়া বিশ্বাস, স্বামী অমিত বিশ্বাস, সাং- নতুনগ্রাম, পো:-কালামারী, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, ৬/ মনিমেখলা মজুমদার, স্বামী সিদ্ধার্থ সরকার, পিতা মৃত কনক কান্তি মজুমদার, সাং + পো:- খামারশিমুলিয়া, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া ৭/ কবি মজুমদার ওরফে কবিতা মজুমদার, স্বামী মৃত কনক কান্তি মজুমদার, সাং- পো:-খামারশিমুলিয়া, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া ৮/ সায়ন দত্ত, পিতা হরপ্রসাদ দত্ত, সাং- বিজয়নগর, পো:-কাজিপাড়া, বারাসাত, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, ৯/ হরপ্রসাদ দত্ত, পিতা মৃত আনন্দ কুমার দত্ত, সাং- বিজয়নগর, পো:- কাজিপাড়া, বারাসাত, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষণে ১/ নন্দ বিশ্বাস, পিতা নিমাই বিশ্বাস, ২/ স্মৃতি বিশ্বাস (রায়), স্বামী নন্দ বিশ্বাস উভয়ের সাং- হরিহরনগর, পো:-কালামারী, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়ার ২২/১২/২০২৫ তারিখে D.S.R অফিসে I-12720/2025 নং দলিলে আর. এস. ৩৮৬ এল, আর ৪৯৫ দাগের ৩৪৮৬, ৩৪৮৭, ৩৪৮৮, ৩৪৯৩, ৩৪৯১, ৩৪৯২, ৩৪৮৯, ৩৪৯০ নং এল আর খতিয়ানে মোট ৪.৯৫ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L.R.O হাঁসখালী ও D.S.R নদীয়া যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যে জমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে জমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে জেলা স্তরে বিশেষ তথ্যভাণ্ডার কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তরের অধীন রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ অধিদপ্তরের মাধ্যমে এই নতুন পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলির নাম হবে 'ইন্টেলিজেন্ট রেকর্ড আর্কাইভাল সেন্টার'। রাজ্যের বিভিন্ন রেজিস্ট্রেশন অফিসে ছড়িয়ে থাকা পুরনো ও মূল্যবান নথিকে একত্রিত করে সুরক্ষিত এবং সুসংগঠিতভাবে সংরক্ষণ করাই এই তথ্যভাণ্ডার তৈরির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে এবং সম্পূর্ণ কাজ শেষ হতে সময় ধরা হয়েছে ২৪ মাস। পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেই বিষয়েও নজর রাখা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। বর্তমানে বহু রেজিস্ট্রেশন অফিসে কয়েক দশক পুরনো দলিল ও নথি সীমিত জায়গায় হাতে-কলমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এতে যেমন নথি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তেমনই প্রয়োজনের সময় দ্রুত নথি খুঁজে পেতে সমস্যায় পড়তে হয় অফিসগুলিকে। প্রশাসনের বক্তব্য, নতুন আর্কাইভাল সেন্টার চালু হলে এই সমস্যা অনেকটাই কাটবে।

প্রত্যেক জেলায় রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ অধিদপ্তরের নিজস্ব ফিল্ড অফিস রয়েছে। সেই অফিসগুলির দীর্ঘদিনের নথি পর্যায়ক্রমে এই ডেটা হাবে স্থানান্তর করা হবে। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ নথি সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে বলেই জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

এই কেন্দ্রীভূত সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়বে বলে আশা। সরকারি যাচাই, অডিট কিংবা আইনি প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক নথি দ্রুত পাওয়া যাবে। রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলির উপরও চাপ কমবে, কারণ বারবার ফাইল স্থানান্তর ও হাতে খোঁজার প্রয়োজন পড়বে না।

প্রকল্পটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে এবং সম্পূর্ণ কাজ শেষ হতে সময় ধরা হয়েছে ২৪ মাস। পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেই বিষয়েও নজর রাখা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। রাজ্য সরকারের বৃহত্তর লক্ষ্য; রেজিস্ট্রেশন পরিষেবাকে আধুনিক করা এবং ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিকে সুরক্ষিত রাখা। নতুন এই তথ্যভাণ্ডার কেন্দ্রগুলি চালু হলে জমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত রূপান্তরের আরও এক ধাপ অগ্রগতি ঘটবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

প্রতিবছরের মতো এবারেও কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স ও স্বপন বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আয়োজিত হবে রক্তদান উৎসব। সরস্বতী পুজোর জন্য ২৩ জানুয়ারির বদলে ২৪ জানুয়ারি হবে এই রক্তদান উৎসব। এবারে উদ্যোগতাদের আশা ২৫০০ এর বেশি মানুষ রক্ত দেবে। এদিন ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে হল সাংবাদিক সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন গুরবক্স সিং, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টজনেরা।

বসিরহাটে কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের দিয়ে ভোটার তালিকা শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট-২ ব্লকের বসিরহাট উত্তর বিধানসভা এলাকা (এসি ১২৫)-এ ভোটাধিকারকে অমর্যাদা করার চরম নজির সৃষ্টি হল। এমন ঘটনা দেখে অবাক স্থানীয় নাগরিকরা। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) কন্ট্রাকচুয়াল, অস্থায়ী কর্মীদের নিযুক্ত করেছেন সহকারী নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) হিসেবে, ভোটার তালিকায় লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি শুনানি পরিচালনার জন্য, জানুয়ারি ২২ থেকে ৩১, ২০২৬ পর্যন্ত।

এটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে খেলনা খেলার সমতুল্য। নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র গেজেটেড কর্মকর্তা বা প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কর্মকর্তারাই এই সংবেদনশীল দায়িত্বে নিয়োজিত হতে পারেন। তবু, ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছানুযায়ী অযোগ্য কর্মীদের নিয়োগের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় হস্তক্ষেপ, নকল এন্ট্রি এবং বুথ পর্যায়ে কৌশলী ছলচাতুরি সহজ করছে।

স্থানীয় নেতারা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রধান নির্বাচন অফিসারকে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। এই আদেশ বাতিল হোক, এবং দায়িত্বহীন বিডিও-র বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন, প্রসঙ্গত মন্তব্য। গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রক্ষা করতে নির্বাচন কমিশনের সক্রিয় হস্তক্ষেপ অপরিহার্য।

সীমান্ত গ্রামেই কাটান রাত, বাংলার খোলা সীমান্তে নজরদারি জোরদার করতে কড়া নির্দেশ নর্থ ব্লকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশ সীমান্ত ঘিরে নতুন করে সতর্ক হল কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের মতো সংবেদনশীল রাজ্যগুলিকে সামনে রেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্পষ্ট নির্দেশ; কাগুজে নজরদারিতে নয়, মাটিতে নেমেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই সিএপিএফ ও সীমান্তবর্তী রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের বছরে অন্তত ৫০ রাত সীমান্ত গ্রামে কাটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নর্থ ব্লকের বক্তব্য, শুধু কাঁটাতার বা টহল যথেষ্ট নয়, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আস্থা গড়াই আসল অস্ত্র। প্রায় ২,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ, বাংলা সীমান্ত নদী, চর ও ঘন বসতিতে ঘেরা হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই 'পোরাস'। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মৌলবাদী সক্রিয়তা পরিস্থিতিকে আরও স্পর্শকাতর করেছে।

মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহারকে বিশেষ নজরে রাখতে বলা হয়েছে। এই কর্মসূচি 'ভাইব্রান্ট ভিলেজেস'-এর অঙ্গ। নির্দেশ স্পষ্ট; গ্রামবাসীই হবেন সীমান্তের চোখ-কান। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি বাংলার জন্য কেন্দ্রের এক কঠোর সতর্কসংকেত।

হাওড়ায় ফর্ম ৭ ঘিরে তীব্র সংঘর্ষ, উত্তপ্ত সদর দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন, অর্থাৎ ফর্ম ৭ জমাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে হাওড়া জেলা সদর জুড়ে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয়ে ফর্ম জমা দিতে গিয়ে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিজেপির অভিযোগ, ফর্ম জমা দিতে গেলেই বাধা, মারধর, এমনকী হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। তাঁদের দাবি, প্রাণভয়ে সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হন কর্মীরা। ঘটনার পর এলাকায় পৌঁছয় হাওড়া থানার পুলিশ। যদিও পুলিশের বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হবে। অন্যদিকে, হাওড়া সদরের তৃণমূল সভাপতি গৌতম চৌধুরীর পাল্টা বক্তব্য, মারধরের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাঁর দাবি, রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার ফর্ম জমা দিয়ে বৈধ ভোটারদের নাম কাটার চেষ্টা হচ্ছিল। তিনি আরও বলেন, যদি রাতে ফর্ম নেওয়া হয়, তবে শুনানিও রাতেই হোক। এই টানাপোড়েনে হাওড়ার রাজনৈতিক পারদ চড়েছে চরমে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ৮ মাঘ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

আশা কর্মীদের অভিযানে উত্তাল তিলোত্তমা, আজ ধিক্কার দিবস

বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার কলকাতার ধর্মতলা-সহ স্বাস্থ্যভবন চত্বর উত্তাল। ন্যূনতম সাম্মানিক বৃদ্ধি ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে বুধবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযান ঘিরে উত্তেজিত আশা কর্মীরা। সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলায় পুলিশি ব্যারিকেড, শিয়ালদহ-হাওড়া স্টেশন জুড়ে আটক আশাকর্মীরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ইউনিফর্ম দেখেই ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে রাতভর সফর করেও বহু আশাকর্মী স্টেশনের বাইরে বেরোতে পারেননি। স্বাস্থ্যভবন অভিযানে বাধা পেয়ে কলকাতা পুরসভার সামনে-সহ একাধিক জায়গায় অবস্থানে বসেছিলেন আশাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে পালিত হবে ধিক্কার দিবস। বিশেষত শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলার দিকে যাওয়া মিছিলকে এসএন ব্যানার্জি রোডে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকাতে চাইলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। আশাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে বাঁধে মহিলা কনস্টেবলদের। কয়েকজনকে সেখান থেকে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

এক আশাকর্মীর ক্ষোভ, ৫,২৫০ টাকায় সংসার চলে না। আমরা কাজ করি, পুরস্কার পায় দপ্তর। আরেকজনের প্রশ্ন, নিজে মা হলে ছুটি নেই, অথচ অন্যদের মাতৃত্বের পাঠ দিই, আমাদের কি স্বাস্থ্য নেই?

পুলিশের বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই আগাম ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য ভবন চত্বরে অশান্তির আশঙ্কায় কড়া নিরাপত্তা ছিল বলেই দাবি প্রশাসনের। তবে আশাকর্মীদের কণ্ঠে ক্ষোভ; মন্ত্রীদের মতো আমরাও নাগরিক, কথা বলার অধিকার আছে। আলিপুরদুয়ার, মালদা, দার্জিলিং থেকে আসা আশাকর্মীরা পথে বসেই অবস্থান শুরু করেন। দাবি স্পষ্ট; ১৫ হাজার টাকা ন্যূনতম বেতন, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, বীমা সুরক্ষা ও বকেয়া ভাতা। এক আন্দোলনকারীর সাফ কথা, কাজের আশ্বাস দিয়ে ডেকে এনে আজ বাসে তুলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের বাধা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বসে পড়েন তাঁরা। পরে আশাকর্মীদের ৫ প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। সূত্রের খবর, সেখানে তাঁদের ৮ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেই খবর। এরপর পৌনে ছ'টা নাগাদ কলকাতা পুরসভার সামনের অবস্থান তুলে নেন আশাকর্মীরা।

বুধবার আশাকর্মীদের মিছিলে সামিল হতেই বিজেপি নেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে শুনতে হয় ‘গো ব্যাক’ স্লোগান। বিক্ষোভস্থলে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতি ঘিরে মুহূর্তে বদলে গেল আবহ। শুধু রাজ্য সরকার নয়, ধিক্কার জানানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারকেও। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন লকেট। তিনি বলেন, আপনারা ন্যায্য অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন। তৃণমূলের কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হয় না, অথচ আপনাদের আটকে দেওয়া হচ্ছে। তবে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আমাদের লড়াইয়ে কোনও রাজনৈতিক রং লাগবে না।

বিস্ফোরক শুভেন্দু

■ আশাকর্মীদের ওপর পুলিশের আচরণকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, বর্বর সরকার, অমানবিক প্রশাসনের জাঁতাকলে আজ গণতন্ত্র বিপন্ন। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ; সর্বত্র কলকাতা যাওয়ার পথে আশাকর্মীদের রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডে আটকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি।

শুভেন্দুর দাবি, পুলিশ ঘিরে ধরে ট্রেন-বাস ধরতে বাধা দিচ্ছে, জোর করে গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, এই মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে মাতৃশক্তিকে পথে পথে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। শীতের রাতে জল-খাবার ছাড়াই বহু জায়গায় আশাদিদিদের আটকে রাখার অভিযোগও তোলেন তিনি।

বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, রাজ্য আজ অত্যাচার আর অনাচারের চরমে। তাঁর অভিযোগ, ন্যায্য অধিকারের দাবিকে রাজদ্রোহ বানানো হয়েছে; এত দমন-পীড়ন ব্রিটিশ আমলেও দেখা যায়নি। একই সঙ্গে তিনি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে আহ্বান জানান; আশাকর্মীদের পাশে দাঁড়ান, মানবিক দায়িত্ব পালন করুন।

রাজ্যের তাঁত ও হস্তশিল্পকে বিশ্ববাজারে পৌঁছতে ই-কমার্স পোর্টাল খোলার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের তাঁতি ও হস্ত শিল্পীদের উৎপাদিত পণ্য বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিতে শীঘ্রই নিজস্ব ই-কমার্স পোর্টাল চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, তাঁতি এবং কারুশিল্পীদের আর্থিক স্বাবলম্বন নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে। পোর্টালটির প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। খুব শিগগিরই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পান্ডে জানিয়েছেন, রাজ্যের ক্ষুদ্র উদ্যোগ, তাঁতি ও কারুশিল্পীদের শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে না পারলে উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হয় না। সেই লক্ষ্যেই ই-কমার্স পোর্টাল আনা হচ্ছে। এই পোর্টাল তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছে বিশ্ব বাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশন। এর মাধ্যমে রাজ্যের হস্তশিল্প ও তাঁতজাত পণ্য সরাসরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে পৌঁছবে।

প্রথমবার রাজ্য সরকার ভারতীয় রপ্তানি সংগঠন ফেডারেশনের পূর্বাঞ্চল শাখার সহযোগিতায় এই বায়ার সেলার মিটের আয়োজন করেছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবেই এই উদ্যোগ। আগামী দিনে রাজ্যে আরও দুটি অনুরূপ মিট আয়োজন করা হবে বলেও জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

রাজ্য ইতিমধ্যেই বিশ্ব বাংলা, বাংলার শাড়ি, তন্তুজ ও মঞ্জুষার মতো সরকারি বিপণন সংস্থার মাধ্যমে তাঁতি ও কারুশিল্পীদের বাজার সহায়তা দিয়ে আসছে। নতুন ই-কমার্স পোর্টাল সেই বিপণন ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করবে। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য কমবে, শিল্পীরা ন্যায্য মূল্য পাবেন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্পের পরিচিতি বাড়বে বলেই প্রশাসনের আশা। অনুষ্ঠানে রাজেশ পান্ডে আরও জানান, রাজ্যে পাঁচটি আঞ্চলিক রপ্তানি কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে চা-কেন্দ্রিক একটি বিশেষ রপ্তানি কেন্দ্র থাকবে। পাশাপাশি খাদ্যশস্য, ফল ও সবজি, ইস্পাত-সহ একাধিক ক্ষেত্রের জন্য পৃথক রপ্তানি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। জমি চিহ্নিতকরণের কাজেও একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা সংস্থা সহযোগিতা করছে।

রাজ্যের রপ্তানি ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। গত অর্থবর্ষে বস্ত্রজাত পণ্য রপ্তানির পরিমাণ প্রায় লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে। চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তাই এই মুহূর্তে বস্ত্র ও চামড়া শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাজার সম্প্রসারণের রূপরেখা নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, রাজ্যে ছয়টি অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তোলার কাজও চলছে। উৎপাদন, গুদামজাতকরণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতেই এই করিডরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই রিভার্স বায়ার সেলার মিটে বিদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে কয়েকশো ক্রেতা এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শতাধিক বিক্রেতা অংশ নিয়েছেন। প্রশাসনের মতে, এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে রাজ্যের তাঁত ও কারুশিল্প নতুন বাজার পাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি আসবে।

মণ্ডপের পথে বাগদেবী... রাজা এসসি মল্লিক রোডে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

আশা কর্মীদের বঁটি-খুন্তি হাতে নিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেতন বৃদ্ধি, স্থায়ীকরণ-সহ একাধিক দাবিতে বুধবার সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন আশা কর্মীরা। আশা কর্মীদের আন্দোলন দমন করতে রাজ্য জুড়ে পুলিশি বাধার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাস স্ট্যান্ড এবং স্টেশনে আন্দোলনকারীদের আটকে দেওয়া হয়েছে। এমনকী জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তবে স্বাস্থ্য অভিযান ঘিরে এদিন ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিরামিষ আন্দোলন ছেড়ে আশা কর্মীদের এবার হাতে বঁটি, খুন্তি, হাতা নিয়ে আন্দোলনে নামার নিদান দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, আশা কর্মীদের হাতে বঁটি, খুন্তি নিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। আন্দোলনকারীদের মা দুর্গার রূপ নিতে হবে। অন্যথায় মমতা ব্যানার্জিকে বাংলা থেকে বিদায় করা মুশকিল।

প্রসঙ্গত, আন্দোলনমুখী আশা কর্মীদের কোথাও স্টেশনে আটকে দেওয়া হয়েছে। আবার ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, জিআরপি বেআইনিভাবে আন্দোলনকারীদের আটকেছে। ওদের আটকানোর অধিকার নেই। তাঁর নিদান, বাধা অতিক্রম করতে মা-বোনদের হাতা, বঁটি ও খুন্তি নিয়ে বেরোতে হবে। তাঁর দাবি, যাঁরা ওবিসি-এ শংসাপত্র দেখিয়ে পুলিশে চাকরি পেয়েছেন। তাঁরাই এসব করছেন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের কথায়, মমতা ব্যানার্জির অবস্থা এখন ‘বিনাশ কালে বুদ্ধি নাশে’র মতো। আশা কর্মীরা ন্যায্য পারিশ্রমিকের দাবিতে আন্দোলন করছেন। অথচ আন্দোলন দমন করতে আশা কর্মীদের আটকে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, নির্বাচন কমিশন এবং বিএসএফের বিরুদ্ধে উনি উস্কানি দেন। এবার মমতার বিরুদ্ধে মা-বোনদের হাতা, বঁটি, খুন্তি নিয়ে রাস্তা নামা উচিত। তাঁর অভিযোগ, পুলিশকে দিয়ে আন্দোলনকারীদের হেনস্তা করা হচ্ছে। তবে আন্দোলন জোরদার করতে মা-বোনদের বঁটি, খুন্তি হাতে নিয়ে রাস্তায় নামা ছাড়া বিকল্প কোনও উপায় নেই।

দক্ষিণে বসন্তের ছোঁয়া, উত্তরে শীতের অনড় অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীত যে ধীরে ধীরে বিদায়ের সুর বাঁধছে, তা স্পষ্ট আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের ইঙ্গিতে। তবে সেই সুর উত্তরবঙ্গে এখনও পৌঁছয়নি। আবহাওয়াবিদদের কথায়, দক্ষিণবঙ্গে পারদ উর্ধ্বমুখী হলেও উত্তরের ঠান্ডা আপাতত অনড়।

বৃহস্পতিবার আবহাওয়া অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের আকাশ

থাকবে পরিষ্কার। ভোর ও সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দাপট দেখাবে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ৯৯৯ মিটার থেকে ২০০ মিটারে নেমে আসতে পারে। তবে কোথাও ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি হয়নি। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে প্রায় ২৬ ডিগ্রি, সর্বনিম্ন ১৬ ডিগ্রির আশপাশে। দিনের বেলায় শীত কার্যত গা-ঢাকা দেবে, সন্ধ্যা নামলেই হালকা শিরশিরে ভাব ফিরবে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, পঞ্জাব ও সংলগ্ন এলাকায় সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বুধবার থেকে রাতের তাপমাত্রা আরও ২-৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে। ফলে বসন্ত পঞ্চমীর আগে দক্ষিণবঙ্গে কনকনে শীতের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে ছবিটা আলাদা। আগামী সাতদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তন নেই। ঘন কুয়াশা, কাঁপুনি ধরা ঠান্ডা আর শুষ্ক আবহাওয়া মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ জানিয়ে দিচ্ছে; শীত এখনই বিদায় নিচ্ছে না।

নির্বাচনের মুখে শহরে অস্ত্র, খিদিরপুরে নাকা চেকিংয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, খিদিরপুর: ভোটের আগে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বাড়াল খিদিরপুরের ঘটনা। সোমবার গভীর রাতে এজেসি বোস রোডের খিদিরপুর ফ্লাইওভারের নীচে নাকা চেকিং চলাকালীন এক যুবকের স্কুটির ডিকি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ উদ্ধার করল পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম মহ. কামরান খান (২৬)। পুলিশের নজর এড়াতে ব্যর্থ হতেই ধরা পড়ে যায় তাঁর গতিবিধি।

পুলিশ সূত্রের দাবি, ফ্লাইওভারের পিলারের কাছে স্কুটি নিয়ে অস্বাভাবিক ঘোরাঘুরি করছিল অভিযুক্ত। সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে একনলা দেশি আগ্নেয়াস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় অস্ত্র ও কার্তুজ, আটক করা হয় যুবককে।

কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, ধৃতের সঙ্গে কোনও পাচারচক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হেস্টিংস থানায় মামলা রুজু হয়েছে। অস্ত্রের উৎস, উদ্দেশ্য এবং পিছনের নেটওয়ার্ক; সব দিক খতিয়ে দেখতে তদন্ত জোরদার করেছে লালবাজার। শহর জুড়ে নাকা চেকিং আরও কড়া করা হয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রের ইঙ্গিত। চলতি বছরের শুরুতেই বেশ কয়েকটি বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল খিদিরপুরে। বর্ষবরণের রাতে অরফানগঞ্জ এলাকায় একটি বাড়িতে তল্লাশি করে ১১টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছিল পুলিশ। রাজেশকুমার সাউ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ভোটের আগেই নিয়োগ, মার্চের শুরুতেই গ্রুপ সি ও ডি পরীক্ষার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শেষ হতেই রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের সামনে বড় খবর। স্কুল সার্ভিস কমিশন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নিতে চলেছে মার্চের প্রথম দিকেই। প্রশাসনিক সূত্রের ইঙ্গিত, ১ ও ৮ মার্চ; এই দুই দিনেই হতে পারে পরীক্ষা। প্রায় ১৬ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তৎপর নবান্ন ও কমিশন। এসএসসি সূত্রে জানা যাচ্ছে, গ্রুপ সি'তে শূন্যপদ ২,৯৮৯টি এবং গ্রুপ ডি'তে ৫,৪৮৮টি। দোল, হোলি ও আসন্ন বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই তারিখ এগিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করেছে রাজ্য। প্রশাসনের বক্তব্য, ভোট এলেই স্কুল, কলেজ পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, শিক্ষক, শিক্ষিকাদের ভোট প্রশিক্ষণ; সব মিলিয়ে ১৫ মার্চ ঝুঁকিপূর্ণ বলেই মত নবান্নের। ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে আজ একাদশ, দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ; ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি ফেরাতে চাইছে রাজ্য, এমনটাই প্রশাসনিক মহলের ইঙ্গিত।

ভুয়ো ইনভয়েসে কোটি কোটি উধাও

৬৫৮ কোটির কর-কেলেঙ্কারিতে কলকাতায় ফের ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৬৫৮ কোটি টাকার জিএসটি ও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট জালিয়াতি মামলায় ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে একযোগে তল্লাশি চালায় ইডির একাধিক দল। শহরের ব্রেবোর্ন রোড ও মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট এলাকায় ইডির উপস্থিতি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ইডি সূত্রের দাবি, ভুয়ো সংস্থা খুলে জাল ইনভয়েসের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের কর ফাঁকি দেওয়া

হয়েছে। অভিযোগ, নকল নথি দেখিয়ে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট তুলে নিয়ে শেল কোম্পানির জালে টাকা সাইফন করা হয়েছে। এই আর্থিক প্রতারণার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, সিকিম, গুয়াহাটি-সহ একাধিক রাজ্যে। ইটানগরের একটি থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে ইডি। সংস্থার এক আধিকারিকের কথায়, এই নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলাই মূল লক্ষ্য। তল্লাশির সময় ইডি অফিসারদের নিরাপত্তায় ছিল কড়া ব্যবস্থা। তদন্ত এগোতেই আর্থিক দুর্নীতির গভীরতা আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

একজন বৈধ ভোটার বাদ নয়, এসআইআর শুনানিতে জেলাশাসকদের কড়া বার্তা নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে তৎপর রাজ্য প্রশাসন। নবান্নে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট নির্দেশ; এসআইআর শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইনই শেষ কথা। মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বৈঠকে কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, সেখানেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে; লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির অজুহাতে সাধারণ মানুষের হয়রানি চলবে না। নবান্নের বার্তা অনুযায়ী, অসঙ্গতিপূর্ণ ভোটারদের তালিকা গোপন রাখা যাবে না। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ওয়ার্ড অফিস; সর্বত্র তা টাঙাতে হবে। নথি জমার সময় প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ দেওয়া বাধ্যতামূলক। বয়সের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণ করতে হবে। অসুস্থ বা উপস্থিত হতে অক্ষম ভোটারদের ক্ষেত্রেও মানবিক বিকল্প ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

একই সঙ্গে সতর্কতা; এসআইআর-এর চাপেও যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা দুয়ারে সরকারের পরিষেবা ব্যাহত না হয়। জেলাশাসকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে। প্রশাসনের স্পষ্ট অবস্থান; সুপ্রিম নির্দেশ মেনেই নির্ভুল ভোটার তালিকা, কোনও ঝুঁকি নয়।

ভোটের আগেই প্রস্তুতি, শহরে বাহিনী রাখার পরিকল্পনায় লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত নয়, কিন্তু প্রস্তুতির গতি বাড়িয়ে দিল কলকাতা পুলিশ। কেন্দ্রীয় বাহিনী শহরে এলে কোথায়, কী ভাবে রাখা হবে; তার পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। ইতিমধ্যেই সব থানাকে চিঠি পাঠিয়ে সম্ভাব্য স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, অতিথিশালা ও গেস্টহাউসে কত জন জওয়ান রাখা যাবে, সেই পরিকাঠামোগত খুঁটিনাটিও জানাতে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

লালবাজার সূত্রে খবর, বাহিনীর সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকে, তাই নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো; দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পানীয় জল, পর্যাপ্ত শৌচালয় ও একসঙ্গে ব্যবহারের সুবিধা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

আজ উদ্বোধন বই মেলার, ১৪ বছর পর মেলা-প্রাঙ্গণে চিন, যাতায়াতে মেট্রোই ভরসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ ‘বনবাস’ শেষে ফের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ফিরছে চিন। প্রায় ১৪ বছর পর শেষ মুহূর্তে স্টল দেওয়ার সিদ্ধান্তে বইমেলার আন্তর্জাতিক মাত্রা নতুন করে উজ্জ্বল হল। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটেয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হবে এবারের মেলার। আয়োজক গিল্ডের দাবি, বইয়ের কোনও সীমারেখা নেই; সেই দর্শনেই ফের চিনের অংশগ্রহণ।

এ বারের ফোকাল থিম দেশ আর্জেন্টিনা। উদ্বোধনী মঞ্চে থাকবেন সে দেশের সাহিত্যিক গুস্তাবো কানসোব্রে ও রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো কাউসিনো। সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী পাচ্ছেন জীবনকৃতি সম্মান। ২৪,২৫ জানুয়ারি বসছে কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল।

গিল্ড জানাচ্ছে, এ বছর প্রথমবার যোগ দিচ্ছে ইউক্রেন। মোট ২১টি দেশের অংশগ্রহণে মেলা আরও আন্তর্জাতিক। আয়োজকদের আশা, হাওড়া, সল্টলেক সরাসরি মেট্রো চালু হওয়ায় ভিড় ভাঙবে রেকর্ড। মেট্রোই এ বারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ; এমনটাই মনে করছেন অনেকে।

এটা শুধু অনুপ্রবেশ নয়, সরাসরি সন্ত্রাসের ঝুঁকি, আদালতে কেন্দ্রের কড়া সওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আদালতে কেন্দ্রের তরফে সওয়াল করলেন আইনজীবী অশোক চক্রবর্তী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, এটা কেবল বেআইনি অনুপ্রবেশের বিষয় নয়, ক্রস বর্ডার টেরোরিজমের সঙ্গেও সরাসরি জড়িত। সীমান্তে অসম্পূর্ণ ফেন্সিং নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানান, এই সংক্রান্ত একটি নোটিফিকেশন ২০১৭ সালেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জারি করেছিল।

চক্রবর্তীর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষায়, বিপুল সংখ্যায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ করছে, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি। এই মামলায় আগেই কেন্দ্রকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু সেই রিপোর্ট এখনও পেশ না হওয়ায় আবেদনকারীর তরফে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। শেষমেশ আদালত কড়া নির্দেশ দিয়ে জানায়, যত দ্রুত সম্ভব কেন্দ্রকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে এবং বাকি থাকা সীমান্ত ফেন্সিং নিয়ে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা বিস্তারিত জানাতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৭ জানুয়ারি। তার আগেই কেন্দ্রের রিপোর্ট ঘিরে রাজ্য, কেন্দ্র সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

সম্পাদকীয়

হাইকোর্টের রায়ের পরও হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে চেয়ারম্যান পদে বহাল তৃণমূল বিধায়ক!

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে গত প্রায় ৫ বছরে বারবার উত্তাল হয়েছে রাজ্য। শুধু শিক্ষক নিয়োগ নয়, পুরসভায় নিয়োগ, দমকলে নিয়োগ-সহ একাধিক বিভাগের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। এই আবহে এবার এক ভয়ঙ্কর তথ্য সামনে আসছে। তাতে স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়োগ নিয়েও এবার প্রশ্ন ওঠছে। তথ্য বলছে, রাজ্যের চিকিৎসক মহলে গত কয়েক বছরে মাঝেমধ্যেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এই সংস্থার চেয়ারম্যান ডাঃ সুদীপ্ত রায়। তিনি আবার তৃণমূল বিধায়ক। অথচ মজার কথা, ২০২২-সালে কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল, নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন কমিটির প্রধান হবেন কোনও একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। যাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের কোনও অভিযোগ ওঠার সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান নিজেই খোদ শাসকদলের একজন বিধায়ক। এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বার্থের সংঘাত তৈরি হওয়াটা কি খুব অসম্ভব? এখানে কি নিয়োগ পুরোপুরি নিয়োগ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব? আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায়, তিনি কোনও পক্ষপাতিত্ব করবেন না। কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্নেও তো তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত। আদালতের রায়ের পরও তিনিই বা আক্কেলে ওই পদ আঁকড়ে বসে আছেন? আর বলিহারি রাজ্যের প্রশাসন। তারাই বা এতদিন ধরে কী করে তাঁকে ওই পদে রেখে দিয়েছে? সবটাই একটা ধোঁয়াশায় ভরা। বোঝাই যাচ্ছে ডাল মে কুছ তো কালা জরুর হ্যায়। এই ঘটনায় রাজ্যের চিকিৎসক মহলের দাবি, এর ফলে গোটা নিয়োগ ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে পড়ছে। এই অবস্থার বদল চেয়ে অর্থাৎ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায়ের অপসারণ চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছে সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন। অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্সের অভিযোগ, ২০১২-র সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত নিয়ম ভেঙে নিয়োগের স্বচ্ছতা নষ্ট করা হয়েছে। তাঁরা বলছে, এই অনিয়ম কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার প্রতিফলন। আগেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তাহলে কে বা কাদের অদৃশ্য শক্তির জোরে সুদীপ্ত রায়রা এই পদে টিকে রয়েছেন।

শব্দছক ৫০

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. ভ্রাতা ধ. জুতা ণ. বারাঙ্গনা য. ভক্তের সম্বল ৭. তস্কর ৯. দ্রোণাচার্যের গুরু ১১. চওড়া উন্নত পাকা রাস্তা ১৩. লজেন্স জাতীয় মিষ্টান্ন ১৬. কলাবউ ১৮. বোল ১৯. ছবি আঁকার ব্রাশ: ২০. স্নেহপদার্থ ২১. তামাক সেবনে অগ্নিধারক পাত্র ২২. মাথার সাহেবী ভাষা

ওপর-নিচ: ১. বস্তু যখন জীর্ণ দশায় ২. বাবার-ইব্রাহিম লোদির যুদ্ধক্ষেত্র ৩. দোতারায় তার সংখ্যা ৪. রক্ত আভাযুক্ত ৬. পূর্ণ ৮. ধুলা ১০. ট্যাক্স-এর বঙ্গার্থ ১২. পদ দিয়ে পানকারী ১৩. আলোর দ্যুতিতে ঔজ্জ্বল্য ১৪. ভিটামিন 'সি'-যুক্ত রসাল ফল বা আনাজ ১৫. টালিগঞ্জে বাংলা চলচিত্র জগতের আখড়া ১৬. নবীন ১৭. দেবোদ্দেশে উৎসগীকৃত পশু হত্যা

সমাধান ৪৯ — পাশাপাশি: ১. তেপান্তর ৪. বক্র ৬. জপ ৭. মরিচ ৯. পার ১০. রদন ১১. তপ্ততামা ১২. মিশ্র ধাতু ১৪. সুরাহা ১৫. রাত ১৬. রক্তিমা ১৭. লামা ১৮. সখা ১৯. রসভরা

ওপর-নিচ : ১. তেজহৃত ২. পাপ ৩. রমরমা ৫. ক্রন্দন ৮. চরণাশ্রিত ৯. পাতাবাহার ১২. মিরামার ১৩. তুরিমারা ১৪. সুবাস ১৭. লাভ

আজকের দিন

- **১৯৬৫** — পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে এই দিনটিতে একটি প্রধান ইস্পাত কারখানার কাজ শুরু হয়েছিল
- **১৯৭২** — স্বাধীনতার পর তৎকালীন যুগোস্লাভিয়া এই দিনে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে
- **২০২৪** — অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়

জন্মদিন

- **১৯৪৯** *বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ মানিক সরকারের জন্মদিন।*
- **১৯৬৮** *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক শান্তনু মৈত্রর জন্মদিন।*
- **১৯৭২** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নম্রতা শিরোদকরের জন্মদিন।*

মানিক সরকার

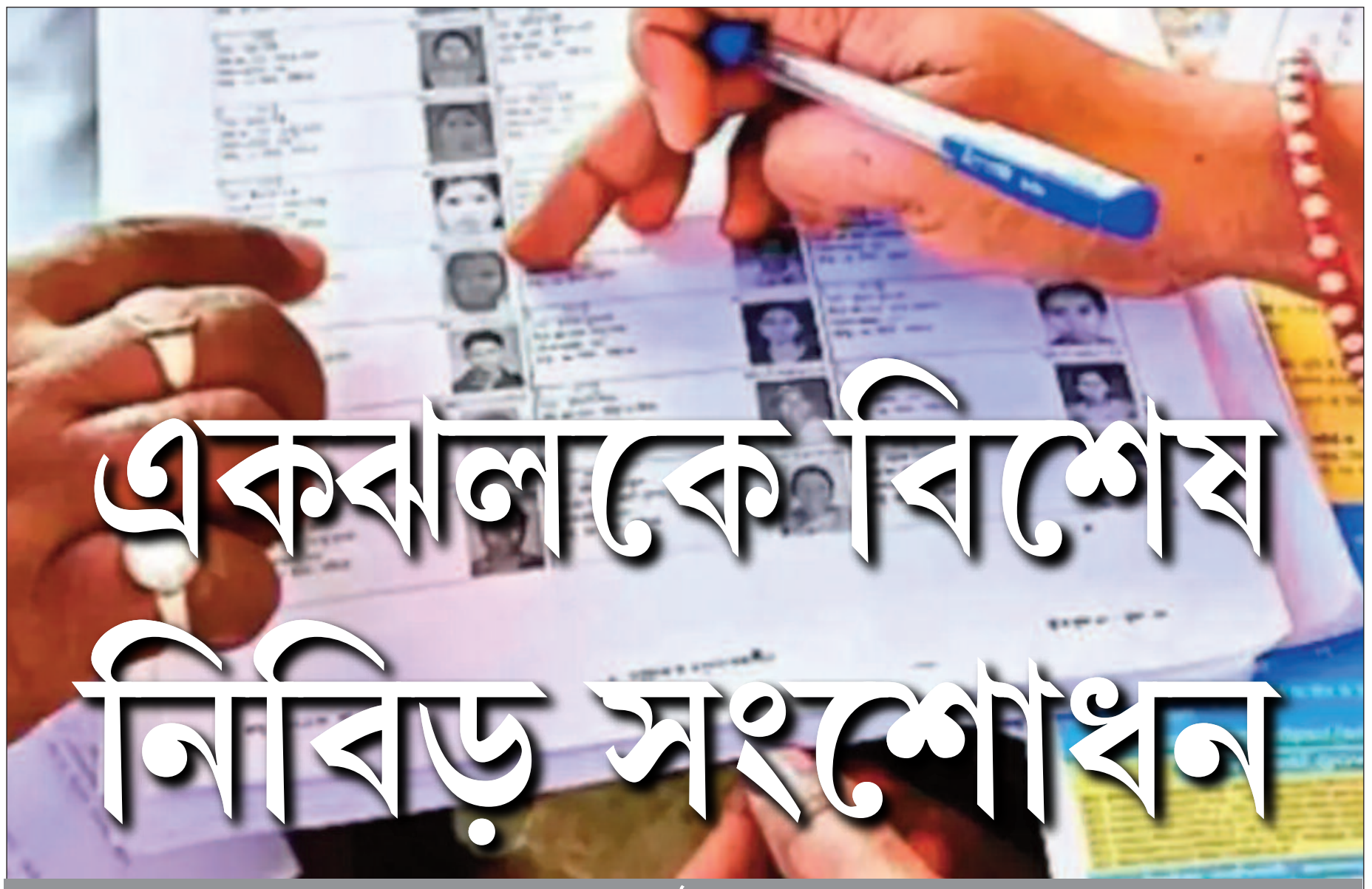

একঝলকে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)

অশোক সেনগুপ্ত

সংবাদমাধ্যমে লাগাতার শিরোনাম এসআইআর। বিভিন্ন দৈনিকে একগুচ্ছ খবর। ছোটপর্দায় দিনভর আলোচনা। বিষয়টা সম্পর্কে অনেকের গভীরতা যথেষ্ঠ নয়। তাই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে একটা আলোকপাত।

প্রশ্ন — কতবার ভারতে এসআইআর হয়েছে?

উত্তর —১৯৫১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দেশে আট বার।

প্রশ্ন — কোন আইনের বলে?

উত্তর — ভারতের নির্বাচন কমিশন, সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদের ২১নম্বর ধারায় ৯টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধি আইন এবং ১৯৬০ সালের নির্বাচকদের নিবন্ধন সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন — এবারের এসআইআর কবে থেকে হচ্ছে?

উত্তর — প্রথম পর্বে ২০২৫-এ হয়েছে বিহারে।

দ্বিতীয় পর্বের এসআইআর '২৫-এর ৪ নভেম্বর থেকে দেশের ৯টি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে হচ্ছে। এই ৯ রাজ্যে ৩২১টি জেলায় ১,৮৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের ৫১ কোটি ভোটদাতা এই কর্মসূচির আওতায় এসেছেন। সঙ্গে ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ; আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ ও পুদুচেরিতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন — ক'টি ধাপে হচ্ছে এসআইআর?

উত্তর; তিন ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে;

উত্তর — এনুমারেশন, এনুমারেশন এবং এনুমারেশন-পরবর্তী পর্যায়।

প্রশ্ন — ধাপ, বা পর্বগুলো কিরকম?

উত্তর — প্রাক এনুমারেশন পর্বে রয়েছে, বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও), নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও) এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ। আগের ভোটার তালিকার সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে দেখা এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে পুরো প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা।

প্রশ্ন — এনুমারেশন পর্বটা কিরকম ছিল?

উত্তর — বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ, সংগ্রহ এবং মিলিয়ে দেখার কাজ হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতিটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১২০০ ভোটারের সংখ্যানির্ধারণের বিষয়টিও চূড়ান্ত হয় এই পর্বে।

প্রশ্ন — এর পর?

উত্তর — এনুমারেশন-পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, যাঁদের নাম মেলেনি তাঁদের নোটিস পাঠানো, দাবি এবং আপত্তি সংক্রান্ত শুনানি (সব ঠিক থাকলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি) এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ।

প্রশ্ন — পুরো প্রক্রিয়ায় কত কর্মী লাগানো হয়েছে/হচ্ছে?

উত্তর — যাতে নির্বাচকমণ্ডলির সুবিধা অনুসারে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য ৫ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও, ৭ লক্ষ ৬৪ হাজারের বেশি বুথ লেভেল এজেন্ট, ১০,৪৪৮ জন ইআরও এবং এইআরও ও ৩২১ জন ডিইও-কে কাজে লাগানো হয়েছে (সূত্র; পিআইবি, ৪-১১-২০২৫)।

প্রশ্ন — এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারটা কিরকম?

উত্তর — ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা সাড়ে সাত কোটিরও বেশি। নির্বাচন কমিশনের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯ জন ভোটারের জন্য এর দ্বিগুণ সংখ্যক ফর্ম ছাপানো হয়েছে।

প্রশ্ন — এই রাজ্যে শেষ এসআইআর কবে হয়েছিল?

উত্তর — ২০০২ সালে।

প্রশ্ন — বিএলওর মূল কাজ কী?

উঃ;পুরো কথাটা 'বুথ লেভেল অফিসার'। তাঁরা ভোটারদের কাছে ইউনিক এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছে তথ্যসংগ্রহ করেছেন। ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে এই পর্ব।

প্রশ্ন — এর পরের পর্বগুলো কিভাবে হয়/হচ্ছে?

উত্তর — খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫। নতুন নাম তোলার জন্য কিংবা আপত্তি জানানোর জন্য ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯শে জানুয়ারি ২০২৬। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

প্রশ্ন — বিএলএ কাকে বলে?

উত্তর — ভোটদাতার পাশে থাকা রাজনৈতিক দলের কর্মী, অর্থাৎ বুথ লেভেল এজেন্ট। কমিশন জানিয়েছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে রাজ্যে ৪১৮০০ বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ-২)-এর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। পড়ে অবশ্য সংখ্যাটা বেড়েছে।

প্রশ্ন — শুনানীর জন্য কাদের ডাকা হচ্ছে?

উত্তর — নো ম্যাপিং অর্থাৎ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায়নি, তাঁদেরই প্রথমে ডাকা হয়েছে। শুনানির দায়িত্বে ছিলেন ERO এবং AERO-রা। শুনানি স্থলে ERO, AERO, মাইক্রো অবজার্ভার এবং সংশ্লিষ্ট ভোটাররা।

প্রশ্ন — 'ম্যাপিং' কাকে বলে?

উত্তর — শেষ যখন এসআইআর হয়েছিল, তখনের ভোটার তালিকার সঙ্গে চলতি বছরের সর্বশেষ প্রকাশিত ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার কাজ। বর্তমান ভোটার তালিকায় থাকা কোনও ভোটারের বাবা-মায়ের নাম ২০০২ সালের তালিকায় রয়েছে কি না, তা-ও এই পর্যায়ে মিলিয়ে দেখা হয়।

প্রশ্ন — ফর্ম-৭ নিয়ে বহু অশান্তি হয়েছে। কেন?

উত্তর — মৃত বা স্থানান্তরিতদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এটি পূরণ করা হয়। এই পর্যায়ে নানা কারচুপির চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। কমিশন জানায়, যদি একই ব্যক্তি পাঁচ জনের বেশি নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করেন, তবে ইআরও নিজে সেগুলি যাচাই করবেন।

প্রশ্ন — বিএলএ নিজে সেই এলাকার ভোটদাতা হলে, ভোটদাতা হিসেবে ফর্ম-৭ জমা দিতে পারবেন? পারলে কতবার?

উত্তর — পারবেন। এ ক্ষেত্রে কোনও সংখ্যার সীমা নেই। কিন্তু বিএলএ হিসাবে তিনি দিনে অন্য ভোটারদের সর্বোচ্চ ১০টি ফর্ম-৭ জমা দিতে পারবেন। অনলাইন এবং অফলাইন দু'ভাবেই আবেদন করা যাবে।

প্রশ্ন — 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কেন? ব্যাপারটা কী?

উত্তর — লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি একাধিক কারণে হতে পারে। কোনও ভোটারের সঙ্গে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবা ও মায়ের বয়সের ফারাক যদি ১৫ বছরের কম আর ৫০ বছরের বেশি হয় তাহলে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির আওতায় তাঁদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনকে এই কারণে কমিশন নোটিশ পাঠানোয় হইচই হয়

প্রশ্ন — এই বিতর্কের নেপথ্যে রাজনীতি কতটা থাকতে পারে?

উত্তর — মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন আগে অভিযোগ করেছেন, ইতিমধ্যে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র অজুহাতে আরও ১ কোটি ৩৬ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। বেছে বেছে নির্দিষ্ট সম্প্রদায় ও বিরোধী ভোটব্যাঙ্ককে টার্গেট করা হচ্ছে। কমিশন অবশ্য দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

প্রশ্ন — বিতর্কটা তো আদালতেও গড়িয়েছে?

উত্তর — হ্যাঁ। গত ১৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচাররপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি'র জন্য কাদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, সেই তালিকা প্রকাশ করে জানাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

প্রশ্ন — সময়সীমার কাঠামো কিরকম?

উত্তর — খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫। নতুন নাম তোলার জন্য কিংবা আপত্তি জানানোর জন্য ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯শে জানুয়ারি ২০২৬। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

প্রশ্ন — একনজরে সিইও-র বাহিনীর বিন্যাসটা কিরকম?

উত্তর — সিইও-র দফতরে গৃহকর্তা সিইও। এর পর যথাক্রমে অ্যাডিশনাল সিইও, জয়েন্ট/ ডেপুটি সিইও। পিরামিডের পাশে স্তম্ভের মত তথ্য প্রযুক্তি। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের সময় সিইও দফতরে সিইও ছাড়াও ছিল একজন জয়েন্ট সিইও, ৫ জন অ্যাডিশনাল সিইও এবং ৪ জন ডেপুটি সিইও। এই ১১ জন আধিকারিকের মধ্যে ছিলেন পাঁচ আইএএস অফিসার এবং ৬ জন ডব্লুবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) অফিসার। তাঁদের অধিকাংশই এখন দায়িত্বে নেই। এখন সিইও ছাড়া আছেন ৫ জন জয়েন্ট সিইও, ৩ জন অ্যাডিশনাল সিইও এবং ৩ জন ডেপুটি সিইও। নানা কাজে সহায়তা করার জন্য আছেন সব মিলিয়ে আরও প্রায় ৩০ জন।

প্রশ্ন — আর, এসআইআর-এর ভাবনা/ তদারকির বহর?

উত্তর — রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রথমেই অভিজ্ঞ সদ্য অবসরপ্রাপ্ত এক আইএএস আধিকারিককে স্পেশাল রোল অবজার্ভারের (এসআরও) দায়িত্ব দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর পর এই দায়িত্বে আনা হয়েছে আরও ৪ জনকে। এঁরা এবং প্রতি জেলার রোল অবজার্ভাররা সকলেই আইএএস অফিসার।

প্রশ্ন — রূপায়ণ করছেন কারা?

উত্তর —

ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার (ডিইও) = ২৪,
ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) = ২৯৪
সহকারী ইআরও = ৩০৫৯,
অতিরিক্ত সহকারী ইআরও =২৭৬৩,
সুপারভাইজার = ৮,১৩৬,
বিএলও = ৮০,৬৮১,
অতিরিক্ত বিএলও = ১৯,০০০
বিএলএ-২ = ১প্রায় ২১০০০০।

চর্চাবাসর ৫৭

পাপোশ ফারসি শব্দ। সংস্কৃত 'পারাবত' হয়েছে পায়রা। হিন্দি 'পানি' আর ফারসি 'তবা' মিলিয়ে পানতুয়া। ফারসি পা+জামা বাংলায় হয়েছে পায়জামা। সংস্কৃত 'পল্যঙ্কিকা' হয়েছে পালকি। ('সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', পৃ ৪২১, ৪২৩)।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর পালটা সভা মুখ্যমন্ত্রীর

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলছে রাজনৈতিক মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গুরের সভা রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। সিঙ্গুরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে জনসভা করবেন তিনি। পাশাপাশি মঞ্চ থেকে বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পের ঘোষণাও করতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।

১৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে দু'টি কর্মসূচিতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি অনুষ্ঠান থেকে বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেনের উদ্বোধনের পাশাপাশি বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাসও করেছিলেন তিনি। তার পরে জনসভা থেকে তৃণমূল জমানাকে 'মহা-জঙ্গলরাজ' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। একই সঙ্গে বলে দেন, 'আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকলে তবেই বিনিয়োগ আসবে।' তবে টাটাকে ফেরানো নিয়ে কোনও শব্দ খরচ করেননি তিনি।

২৮ জানুয়ারির সভা থেকে মমতা সুদে-আসলে সমস্ত অভিযোগের জবাব দিতে পারেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। একই সঙ্গে সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিনিয়োগের বার্তাও দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ঘিরে ইতিমধ্যেই সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে সিঙ্গুরে। মাঠে নেমে পড়েছেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। হুগলি জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর, রতনপুরের মাঠে মমতার সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আসছেন শুনেছি। তবে আমাদের কাছে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি।' একই কথা বলছেন হুগলি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁইও। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে তৃণমূলের আয়োজনকে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি তুষার মজুমদার। তিনি বলেন, 'এতদিন সিঙ্গুরের কথা মনে পড়েনি। যেই প্রধানমন্ত্রী সভা করলেন, অমনি ওঁর সিঙ্গুরের কথা মনে পড়ে গেল। তৃণমূল এখন বিজেপির জুজু দেখছে।'

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: ফের এসআইআরে মৃত্যু এক বৃদ্ধের। এই নিয়ে বসিরহাট মহকুমাতে নতুন বছরের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৬ জন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মাদারতলা গ্রামের। বছর ৮৭-এর সহর আলি এসআইআরের শুনানিতে ডাক পেয়েছিল, সেই আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে হৃদরোগে মারা যান বলে পরিবারের দাবি। বুধবার সহর আলি মণ্ডলের দুই ছেলে, দুই বৌমা-সহ পাঁচ জন হাড়োয়া বিডিও অফিসের শুনানির হিয়ারিং ছিল। তারপর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের বন ও বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লাহ রনি হাড়োয়া ব্লক সভাপতি শফিক আহমেদ, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন মণ্ডল মৃতের পরিবারের পাশে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন, 'আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর পরিবারের পাশে থাকবেন। আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে সামাজিক প্রকল্প যাতে সবরকম সুবিধা পান সেই ব্যবস্থা করা হবে।'

বাগদা-কাণ্ডে ধৃত মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার 'দো ফুল, এক মালি' কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আরিফ মোল্লাকে গ্রেপ্তার করল বাগদা থানার পুলিশ। ২০২৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর বাগদা থানায় মালিদা গ্রামের বাসিন্দা আনিসুর শেখ অভিযোগ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী নাজমা মণ্ডল ও তাঁর ভাই কুলছান মল্লিক তাঁর বাবা, মা এবং তিন মেয়েকে চায়ের সঙ্গে বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে খাইয়ে অচেতন করে পেশায় ড্রাইভার ওই গ্রামের বাসিন্দা আরিফ মোল্লার সঙ্গে পালিয়েছেন। অভিযোগ পেয়ে পরের দিন ছোট বউ নাজমা মণ্ডল ও ওর বউ কুলছান মল্লিককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। কিন্তু পলাতক ছিল আরিফ মোল্লা। চার মাস পরে পুলিশের জালে সে। মঙ্গলবার আরিফকে বাগদা পুরাতন বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার আরিফকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালো বাগদা থানার পুলিশ।

বলাগড় বিডিও অফিসের সামনে অবরোধ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলাগড়: বলাগড় বিডিও অফিসের সামনে এসটিকেকে রোড অবরোধ করে তৃণমূল। এখনও ফর্ম সেভেন বিক্ষোভ অব্যাহত। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুতুল নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কুশপুতুলে জুতোপেটা করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এসটিকেকে রোডে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের অভিযোগ, বলাগড়ের কয়েক হাজার সংখ্যালঘু ভোটারের নাম পূরণ করে ফর্ম সেভেন জমা দেওয়া হয়েছে। যাঁদের নামে জমা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবার শুনানিতে ডেকে হয়রানিরও সম্ভাবনা। তাই প্রতিবাদ বিক্ষোভ। বলাগড় ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব, প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাজি, বর্তমান জেলা পরিষদ সদস্য রুনা খাতুন,পূজা ধর, কোর কমিটির সদস্য নবীন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ রায় বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জয় দাস উপস্থিত। বলাগড় সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মীর জসিমউদ্দীনের অভিযোগ, বেছে বেছে তৃণমূল সমর্থকদের নামে ফর্ম সেভেন জমা দেওয়া হয়েছে। কারা এই ফর্ম জমা করেছে তাদের নাম জানাতে হবে। কারণ প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি। নির্বাচন কমিশন তাতে সঙ্গত করছে। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বারাসাতেও আশাকর্মীদের ট্রেনে উঠতে বাধা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী থাকলো বারাসাত। হকের পাওনা আদায়ের আন্দলোনে যোগ দিতে যাওয়া আশা কর্মীদের ট্রেনে উঠতে বাধা দিল রাজ্য সরকারের রেল পুলিশ। রীতিমতো ট্রেনের টিকিট কেটে ট্রেনে কলকাতার স্বাস্থ্যভবনের মূল আন্দোলন স্থলে যাওয়া পুলিশ দিয়ে আটকাতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লো রাজ্যের রেল পুলিশ। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকারের মুখ পুড়লো বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের। আইন এভাবে বৈধ রেল যাত্রীকে আটকানো যায়. না বলেই দাবি উঠেছে সর্বত্র। আর এর মধ্যে দিয়েই 'রাজ্যবাসীর স্বাধীনতা ভঙ্গ ও গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরা হল' বলেই দাবি আশা কর্মীদের। আশা কর্মীদের স্বাস্থ্যভবন অভিযান ঘিরে ইতিমধ্যেই ধুন্ধুমার। তারই প্রভাব পড়ল উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাতের রেল স্টেশনে। বারাসাত স্টেশনে আশা কর্মীদের আটকানোর অভিযোগ উঠল বারাসাত জিআরপি'র বিরুদ্ধে। বৈধ টিকিটধারী আশা কর্মীদের বারাসাত স্টেশনে আটকে দেওয়া হল। তাঁদের ট্রেনে উঠতেই দিল না জিআরপি কর্মীরা। রেল স্টেশনে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কিছুটা জোর করেই পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NOTICE INVITING APPLICATION

Name of the Post: Part Time Medical Officer under NUHM (1 No.). **Nature:** Contractual Engagement. **Consolidated Remuneration:** Remuneration @ Rs. 24000/per month or on daily payment basis @ Rs. 900/ per day up to a maximum of Rs. 24000/per month. **Age:** Up to 62 Years as on 1st January, 2026. Last Date of Application: **11th February, 2026.** For details information please visit: **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- **Administrator**
Basirhat Municipality

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল স্বত্ব দলিল নং ৯২৪, তারিখ ২২.০৯.২০১০ সম্পত্তি রোহিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৫ তারিক ২১.০৯.২০১০ সম্পত্তি সুরেশ কুমার পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৬ তারিখ ২১.০৯.২০১০, সম্পত্তি রোহিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৭, তারিখ ২১.০৯.২০১০, সম্পত্তি অঙ্কিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৮ তারিখ ২১.০৯.২০১০ সম্পত্তি রোহিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৯ তারিখ ২১.০৯.২০১০ সম্পত্তি রোহিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯৩০ তারিখ ২১.০৯. ২০১০ সম্পত্তি অঙ্কিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ১০৪৫ তারিখ ১০.১১.২০১০ সম্পত্তি অঙ্কিত পাটনি এর নামে, বন্ধকদত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট মেসার্স রোহিত ফেরো টেক লি এর সম্পর্কিত।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাদের অবগতির জন্য উক্ত স্বত্ব দলিলগুলির নং ৯২৪, তারিখ ২২.০৯.২০১০ সম্পত্তি রোহিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৫ তারিক ২১.০৯.২০১০ সম্পত্তি সুরেশ কুমার পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৬ তারিখ ২১.০৯.২০১০, সম্পত্তি রোহিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৭, তারিখ ২১.০৯.২০১০, সম্পত্তি অঙ্কিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৮ তারিখ ২১.০৯.২০১০ সম্পত্তি রোহিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯২৯ তারিখ ২১.০৯.২০১০ সম্পত্তি রোহিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ৯৩০ তারিখ ২১.০৯. ২০১০ সম্পত্তি অঙ্কিত পাটনি এর নামে, দলিল নং ১০৪৫ তারিখ ১০.১১.২০১০ সম্পত্তি অঙ্কিত পাটনি এর নামে, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস অ্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২ এর হেফাজত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। উক্ত দলিলগুলির স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় উল্লেখ্য জি ডি ই নং ১১৬০ তারিখ ১৯.০১.২০২৬ দাখিল করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলগুলি পেয়ে থাকলে বা কোনও দাবি, আপত্তি থাকলে অনুগ্রহ করে ফেরত দিন এবং/বা আপত্তি, দাবি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করুন অন্যাথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না। আরও অবগত করা হচ্ছে কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল অসদ উপায়ে ব্যবহার করে সুবিধা গ্রহণ করতে চাইলে তা অবৈধ হিসেবে বাতিল হবে এবং পরবর্তীতে আইনি জটিলতায় ভুগবেন। কোনও কারণে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ গৃহীত না হলে সার্টিফায়েড কপি উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে মূল দলিল হিসেবে গ্রাহ্য হবে।

তারিখ : ২২.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ফর্ম নং ৩
[বিধি ১৩(১)(এ) দেখুন]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

কেস নং ওএ/২০৯/২০২৫

সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৯ এর উপধারা (৪) অধীন এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিওর) রুলসের রুল ৫ এর সাব রুল (২এ) অধীনে সমন

এক্স. নং ৩২১৫
পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
বনাম
নারায়ণ চন্দ্র প্রামাণিক

প্রতি
(১) নারায়ণ চন্দ্র প্রামাণিক
পিতা প্রয়াত দ্বিজেন্দ্র কুমার প্রামাণিক
ঠিকানা ৮/এ নতুন পাড়া লেন, খাগরা, পো - খাগরা, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২১০৩

সমন

যেহেতু, ওএ/২০৯/২০২৫ মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে ০৯/০১/২০২৬ তারিখে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিরুদ্ধে **২৬,১৫,২৩৮ টাকার** ঋণ আদায়ের জন্য দায়ের করা আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিশ জারি করতে পেরে আনন্দিত (নথিপত্রের কপি ইত্যাদির সাথে আবেদন সংযুক্ত)।

আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাকে, বিবাদীদের নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে-

(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে যে কেন প্রতিকারের জন্য আবেদন করা হবে না।

খ) মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ এর অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে।

গ) সম্পত্তি ক্রোকের আবেদনের শুনানি এবং নিষ্পত্তি মুলতুবি থাকা অবস্থায়, মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ এর অধীনে প্রকাশিত সুরক্ষিত সম্পদ বা এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তির লেনদেন বা নিষ্পত্তি থেকে আপনাকে নিষেধ করা হচ্ছে।

ঘ) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, আপনি বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে তার ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যতীত কোনও সম্পদ যার উপর নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি হয় এবং/অথবা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশ করা হয়েছে, হস্তান্তর করবেন না।

ঙ) আপনি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের সময় সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিক্রয় আয়ের হিসাব রাখতে বাধ্য থাকবেন এবং এই বিক্রয় আয় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে বাধ্য থাকবেন যারা এই সম্পদের উপর নিরাপত্তা স্বার্থ ধারণ করে।

আপনাকে আবেদনকারীকে প্রদত্ত লিখিত বিবৃতির একটি অনুলিপি সহ **১০.০২.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত** হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় আবেদনটি শুনানি এবং আপনার অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কাগজপত্রের জন্য নিম্নলিখিত ইউআরএলটি অনুসরণ করুন
https://cis.drt.gov.in/drtlive/paperbook.php?ri=2026296420114

আমার স্বাক্ষরে এবং এই ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরে এই তারিখ ১৪/০১/২০২৬ তারিখে প্রদত্ত।
ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুসারে
দ্রষ্টব্য : অনুসারে প্রযোজ্য নয় এমন যেকোনোটি বাতিল করুন।

কর্মকর্তার স্বাক্ষর
সমন জারি করার জন্য অনুমোদিত।
অ্যাসি. রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
শিলিগুড়ি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।

উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) মুনমুন ঘোষ কন্যা এবং প্রয়াত বিমল ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) -প্রয়াত,** ফ্ল্যাট নং বি, ৩য়তল, উত্তর-পূর্ব দিকে, প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাঙ্গরা), পো -অশ্বিনীনগর, থানা বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২ (পুরানো ওয়ার্ড নং ১৬), কলকাতা -৭০০১৫৯। আরও ঠিকানা : প্রেমিসেস নং এইচবি-১০/৩, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া,(জ্যাঙ্গরা), পো অশ্বিনীনগর, থানা বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২(পুরানো ওয়ার্ড নং ১৬) , কলকাতা ৭০০১৫৯। **সবুজ ঘোষ, পিতা এবং প্রয়াত বিমল ঘোষের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) আইনি উত্তরাধিকারী-প্রয়াত,** ফ্ল্যাট নং বি, ৩য়তল, উত্তর-পূর্ব দিকে, প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাঙ্গরা), পো -অশ্বিনীনগর, থানা বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২ (পুরানো ওয়ার্ড নং ১৬), কলকাতা -৭০০১৫৯। **আরও ঠিকানা :** প্রেমিসেস নং এইচবি-১০/৩, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া,(জ্যাঙ্গরা), পো অশ্বিনীনগর, থানা বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২(পুরানো ওয়ার্ড নং ১৬) , কলকাতা ৭০০১৫৯। **এ/সি নং : ৭০৭৬১৭১৫৬৯, খ) টালিগঞ্জ শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট(লিফট সহ) অবস্থিত তিনতলায় ফ্ল্যাট নং বি, উত্তর পূর্ব দিকে, জি-৪ তলা ভবনে নাম টিউলিপ অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাপ আনুমানিক ৭০৩ বর্গফুট এসবিএ অবস্থিত প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১, জনপথ বাগুইপাড়া, (জ্যাঙ্গরা) পো অশ্বিনীনগর, থানা বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০১৫৯, স্থানীয় বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ১৬ (পুরানো) বর্তমান ওয়ার্ড নং ২২ (নতুন), হোল্ডিং নং ৪৬/৮/২১৪১, ব্লক -বি, উল্লিখিত প্রথম তপশিলের অংশ সম্পত্তি ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ২ টয়লেট , ১ ব্যালকনি, জমির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধাদি। **১৩(২) ধারা অধীনে পূর্বের ইস্যুকৃত নোটিশ প্রত্যাহৃত/বাতিল করা হল**	ক) ১০.০৪.২০২২ খ) ০৭.০১.২০২৬ গ) ৩৩,৭৯,৬৩০.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ উনআশি হাজার ছশো তিরিশ টাকা) ০৬.০১.২০২৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৭.০১.২০২৬ / স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আরইআই অ্যাগ্রো লিমিটেড (লিকুইডেশনে) লিকুইডেটর : সিএ অনিল গোয়েল
রেজিস্টার্ড অফিস : এভারেস্ট হাউস, ৪৬সি, চৌরঙ্গী রোড, ১৬তম তলা, রুম নং ১৫বি, কলকাতা-৭০০০৭১ (পশ্চিমবঙ্গ), ভারত
আইবিবিআই ঠিকানা : এএএ হাউস, ৬৪, ওখলা এস্টেট, ফেজ III (মোদী মিলের পিছনে), নতুন দিল্লি-১১০০২০
ইমেল আইডি : assetsale1@aaainsolvency.in, reiagro@aaainsolvency.com
যোগাযোগ নম্বর : +৯১-৮৮০০৮৬৫২৮৪ (শ্রী ওয়াসিম এবং অ্যাডভোকেট হর্ষ গুপ্ত)

ই-নিলাম - দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর অধীনে সম্পদ বিক্রয়
কোম্পানির অংশ ভাগে ভাগে বিক্রির জন্য ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
সময় - দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ)
নথিপত্র এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

২৪.০৮.২০১৭ তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে IBBI (লিকুইডেশন প্রসেস) প্রবিধান ২০১৬ এর প্রবিধান ৩২(এ)/(সি) অনুসারে টুকরো টুকরো সম্পত্তি বিক্রয়। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home এর মাধ্যমে করা হবে।

ব্লক	বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
এ	ইউনিট II-তে অবস্থিত খণ্ড খণ্ড জমি বিক্রয়, প্লট নং ১৮০-ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, জে এবং ১৮১-এ, সেক্টর-৩, আইএমটি বাওয়াল, হরিয়ানা, ১২৩৫০১ -এ অবস্থিত।	৪০,০০,৫০,০০০	৪,০০,০৫,০০০	৫,০০,০০০/-

দ্রষ্টব্য-অনুগ্রহ করে আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৬ এর ৩২(এ)/(সি) প্রবিধান অনুসারে EAUCTION/DOC/13/2026/11 নং ই-নিলাম নথিটি দেখুন।

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ই-নিলাম "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীতী" পরিচালিত হবে কারণ এই বিক্রয় কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই IBBI ই-নিলাম পোর্টালে BAANKNET দ্বারা অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে করা হবে।

২. ভারতের দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বোর্ড (তরলীকরণ প্রক্রিয়া) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৬, তফসিল। "বিক্রয়ের পদ্ধতি" ক্লজ ১(৫এ), অনুসারে, দরদাতাদের ঘোষণা করতে হবে যে তারা ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য নন; পরবর্তীতে অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে যেকোনো ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৩. সর্বোচ্চ দরদাতার পরিচয় সনাক্তকরণ একজন সফল দরদাতার মর্যাদা নিশ্চিত করে না। স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ কমিটি (SCC) এর সাথে পরামর্শ করে, লিকুইডেটর সফল দরদাতা ঘোষণা করার একমাত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

সমস্ত শর্তাবলী বাধ্যতামূলকভাবে AAA ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস LLP এর ওয়েবসাইট, অর্থাৎ, https//insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/rei-agro-limited/ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি থেকে উল্লেখ করতে হবে, ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে।

স্থান : নিউ দিল্লি
তারিখ : ২২/০১/২০২৬
সিএ অনিল গোয়েল
আরইআই অ্যাগ্রো লিমিটেড এর লিকুইডেটর
রেজিস্ট্রেশন নম্বর IBBI/IPA-001/IP-P00118/2017-2018/10253
ই-মেইল : reiagro@aaainsolvency.com যোগাযোগ নম্বর + ৯১ ১১-৪৬৬৬৪৬২৩, ৮৮০০৮৬৫২৮৪

SBI
এসবিআই এসএমইসি (বেলদা) (৬২৯৭১)
এসবিআই বেলদা শাখা বিল্ডিং পো. এবং থানা - বেলদা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৪২৪, ইমেল : sbi.62971@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. 11854994293 (Cash Credit)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৬.১১.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী বিশ্বজিৎ মাইতি, পিতা যোগেশ্বর মাইতি, গ্রাম - আলংগিরি, পো - আলংগিরি, থানা - এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪২০** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২২,৯০,০০০.০০ টাকা (বাইশ লাখ নব্বই হাজার টাকা) ৩০.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২২,৯০,০০০.০০ টাকা (বাইশ লাখ নব্বই হাজার টাকা) ৩০.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা - আলানগিরি, জেএল নং ৪৮, খতিয়ান নং ১৯৬১, প্লট নং ৩৬৮৫ এবং খতিয়ান নং ১৩৯১, প্লট নং ৩০২ এবং ৩০২/৪৩৭২, এরিয়া ০৮ ডেসিমেল, শ্রেণি-বাস্তু (পরি.) রেজি বিক্রয় দলিল নং ১-৪৯১৮/২০১১ তারিখ ২৬.০৭.২০১১ এবং ১-২১০৮/২০১৩এবং ৬৭১১ তারিখ ১৯.০৩.২০১৩। এডিএসআর এগরা, পশ্চিমবঙ্গ।

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী বিশ্বজিৎ মাইতি, পিতা যোগেশ্বর মাইতি।
গ্রাম : আলানগিরি, পো আলানগিরি, থানা এগরা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪২০।

সম্পত্তি চৌহদ্দি : উত্তরে : কার্তিক সাউ এবং পূর্ণ সাউ এর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** কুড়ি থেকে সলপাট্টা রোড। **পূর্বে :** শ্রীকান্ত সাউ এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** বিশু সেন এর সম্পত্তি।

তারিখ : ১৯.০১.২০২৬
স্থান : বেলদা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

দখল নোটিশ পরিশিষ্ট ৬ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.১১.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা ১. মেসার্স আইরা এক্সিম অ্যান্ড হসপিটালিটি প্রা. লি. ঠিকানা - ১ম তল, এফএল - ১, এলপি-২/২১/১৩/০ প্রেমিসেস নং ৪৪/বি, গিরিন্দ্র শেখর বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯, ২. আহমেদ রাজা খান (ডিরেক্টর/জামিনদাতা) ঠিকানা - সেফ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থ তল, টি-১৯, তেঘরিয়া মেন রোড, হাতিয়ারা, থানা - বাগুইআটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৭ আরও ঠিকানা - ১ম তল, এফএল - ১, এলপি-২/২১/১৩/০ প্রেমিসেস নং ৪৪/বি, গিরিন্দ্র শেখর বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯, ৩. অঙ্কিতা নাথ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা) ঠিকানা - সেফ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থ তল, টি-১৯, তেঘরিয়া মেন রোড, হাতিয়ারা, থানা - বাগুইআটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৭, আরও ঠিকানা - সেফ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থ তল, টি-১৯, তেঘরিয়া মেন রোড, হাতিয়ারা, থানা - বাগুইআটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৭ আরও ঠিকানা - ১ম তল, এফএল - ১, এলপি-২/২১/১৩/০ প্রেমিসেস নং ৪৪/বি, গিরিন্দ্র শেখর বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯,** সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট **এজেসি বোস রোড শাখা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,৯১,৪২,৮৫৬.৪৭ টাকা (দশ কোটি একানব্বই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ ছাপান্ন টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) ৩০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া ১,৯৯,৬১,০০০ টাকা (এক কোটি নিরানব্বই লাখ একষট্টি হাজার টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ২২৮৩ বর্গফুট কমবেশি ৭মতল, ব্লক নং ডি, ১ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি উচ্চতর একতলায়, ব্লক ডি, বহুতল ভবনে কমপ্লেক্স নাম পার্বতী বিহার, নির্মিত জমির পরিমাপ এরিয়া আনুমানিক ৫৩ কাঠা ১১ ছটাক ২৯ বর্গফুট কমবেশি মৌজা- জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, তৌজি নং ৫০২৫, সি এস দাগ নং ৪৯,৫৮, ৫০, ৫১, ৫৭, ৬৮, এবং ৬৭, আরএস দাগ নং ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৬, ৬৭, ৮১, এবং ৮০, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৮, ১০৩৪, ৬৩৮, ৯৪৬, ৯৬৯, ৯৭৩, ৯৬৫, ৯৭৭, ৬১৭, ১১৫, ৬৫৫, ৪০৩, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫২/৬ নজরুল ইসলাম সরণি, ওয়ার্ড নং ৮, বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, থানা রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।

তারিখ : ২১.০১.২০২৬ স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয় নোটিশ

ভিসা পাওয়ার লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) - লিকুইডেটর : সিএ অনিল গোয়েল
লিকুইডেটরের ঠিকানা : দোতলা, ৬৪, ওখলা এস্টেট, ফেজ ৩, (মোদি মিলস এর নিকট), নিউ দিল্লি - ১১০০২০।
ইমেল : visa.power@aaainsolvency.com, anilgoel@aaainsolvency.com, assetsale1@aaainsolvency.in
মোবাইল নং : ৮৮০০৮৬৫২৮৪ (শ্রী ওয়াসিম এবং অ্যাড. হর্ষ গুপ্তা)

ই-নিলাম - রেগুলেশন ৩২(এ) অধীন জমি বিক্রয় এবং ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী চালু সংস্থা হিসেবে কোম্পানি বিক্রয়।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
সময় : বিকেল ৩ টা থেকে সন্ধে ৫ টা পযন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
ইএমডি দাখিল এর শেষ তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৫ পর্যন্ত।

সামগ্রিকভাবে **ভিসা পাওয়ার লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)** মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ **১১ অক্টোবর ২০১৮** অনুযায়ী লিকুইডেটর কর্তৃক গঠিত লিকুইডেশন এস্টেট এর অংশ হিসেবে সম্পদ বিক্রি। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আইবিবিআই নির্ধারিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home** মাধ্যমে বিক্রি সম্পাদিত হবে।

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ	বর্ধিত মূল্য
জমি ৮ গ্রামে-রায়গড়, ছত্তিশগড়, মোট ৩৯.৮৫ একর জমি - (পড্রিপানি, ডঙ্গিতরাই, লেব্রা, চারভাতা, কীর্তিমাল, কাশীচুয়া, ডোঙ্গাধাকেল, কোড়তারাই,)	এ	৬,১৫,৬০,০০০ টাকা	৬১,৫৬,০০০ টাকা	৫ লাখ টাকা

জরুরি দ্রষ্টব্য :

১. ই-নিলাম পরিচালিত হবে **"যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে', এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'**-যাতে বিক্রয় কোনও প্রতিশ্রুতি বা নির্ভরতা ব্যতীত অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার মাধ্যমে আইবিবিআই ইনিলাম পোর্টাল ব্যাঙ্কনেট দ্বারা **(https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home)**।

২. ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর তপশিল ১ 'বিক্রয়ের ধরন' ক্লজ ১(৫এ), অনুযায়ী ডাকদাতাদের অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে তারা ২৯এ ধারা অধীনে অনুপযুক্ত নন বা উপযুক্ততার শর্তাদি পূরণ করেননি, পরবর্তীতে অনুপযুক্ততা প্রমাণিত হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত হবে।

সকল নিয়ম এবং শর্তাদি আবশ্যিকভাবে উল্লেখ্য ওয়েবসাইট এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি থেকে অর্থাৎ **https://insolvencyand-bankruptcy.in/visa-power-limited/**, ওয়েবসাইট আইবিবিআই বা আইবিবিআই-ই-নিলাম পোর্টাল অর্থাৎ ব্যাঙ্কনেট, ইএমডি দাখিলের এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে।

অনিল গোয়েল
লিকুইডেটর -ভিসা পাওয়ার লিমিটেড বিষয়ে
আইবিবিআই (রেজি নং **IBBI/IPA-001/IP-00118/2017-18/10253**)
ঠিকানা : দোতলা, ৬৪, ওখলা এস্টেট, ফেজ-৩, (মোদি মিলস এর নিকট), নিউ দিল্লি -১১০০২০
ইমেল : visa.power@aaainsolvency.com, anilgoel@aaainsolvency.com, assetsale1@aaainsolvency.in
যোগাযোগ নং : শ্রী ওয়াসিম : ৮৮০০৮৬৫২৮৪
তারিখ : ২২.০১.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড
CIN: L27106WB1996PLC076866
রেজিস্টার্ড অফিস: মৌজা- চামরাইল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪
ই-মেল: info@aanchalispat.com, টেলি: ০৩২১২-২৪৬১২১, **ওয়েবসাইট:** www.aanchalispat.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(ইপিএস ব্যতীত টাকায় অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	১,৯৪৭.৬৩	৬,০৯৭.৭২	৩,৩৮৩.৯৬	১৫,১৩০.১৩
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর , ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পূর্ববর্তী	৫৬.৯৩	৮২.৮২	(২১.৪৪)	(৫৩৫.৩৮)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	৫৬.৯৩	৮২.৮২	(২১.৪৪)	(১,৭৯০.৭৬)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৫৬.৯৩	৮২.৮২	(২১.৬৭)	(১,৩৪০.২৩)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) পর পরবর্তী	৫৬.৯৩	৮২.৮২	(২১.৬৭)	(১,৩৩২.০৯)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৮৩.৩৩	২৮৩.৩৩	২,০৮৫.৩৮	২,০৮৫.৩৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পূর্ব বর্ষে ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)				
মৌলিক : (টাকায়)	২.০১	২.৯২	(০.১০)	(৬.৪৩)
মিশ্রিত : (টাকায়)	২.০১	২.৯২	(০.১০)	(৬.৪৩)

দ্রষ্টব্য :

১ উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http://www.aanchalispat.com/financial.html#financials** -তে পাওয়া যাবে।

২ উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস ("আইএনডি এএস") অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ এর সাথে একত্রে পাঠ করা হয়েছে।

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মুকেশ গোয়েল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১.০১.২০২৬

বিন্দাওয়ালা বাণিজ্য লি.
CIN : L67120WB1981PLC033799
রেজিস্টার্ড অফিস : রুম নং ২১৪, ৩য় তল
৬৪, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : info@bindawala.com, **যোগাযোগ নম্বর :** ৯৮৩১১-২৬০৬৩

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **বিন্দাওয়ালা বাণিজ্য লি.**-এর সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে রুম নং এম-২১৪, ৩য় তল, ৬৪এ, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১ এ সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে নিম্নলিখিত ব্যবসা পরিচালনা করতে অনুষ্ঠিত হবে :

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ইজিএম এর বিজ্ঞপ্তি www.bindawala.com ওয়েবসাইট লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

ইজিএম-এর নোটিশ এবং এর সংযুক্তিগুলি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে নিবন্ধিত, যা ইজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর জন্য শেয়ারহোল্ডার নির্ধারণের "কাটঅফ ডেট"। ইজিএম-এর স্থান হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভার সচিবালয়ের মানদণ্ড অনুসারে, কোম্পানিটি এনএসডিএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তার সমস্ত সদস্যদের ইজিএম-এ বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত সিদ্ধান্তে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য ভোটদানের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা ইজিএম ('রিমোট ই-ভোটিং') এর তারিখের আগে অথবা ইজিএম ('ই-ভোটিং') এর সময় এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন,

সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে :

(ক) নোটিশে উল্লেখিত সকল ব্যবসায়িক আইটেম এনএসডিএল কর্তৃক প্রদত্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে;
(খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে;
(গ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শেষ হবে রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ বিকেল ৫টায়;
(ঘ) ইজিএম ('কাট-অফ ডেট') চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ ডেট হল সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬;
(ঙ) নোটিশ প্রেরণের পর যে কেউ শেয়ার অর্জন করে এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ ডেটে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এস কে ইনফোসলিউশনস প্রা. লি. ডি/৪২ কাটজুনগর, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২, (শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য ফোন নম্বর ০৩৩-২২১৯ ৬৭৯৭ ইমেল : skcdilip@gmail.com); কাছে অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
(চ) উল্লেখ্য যে;
১) উপরে উল্লিখিত সময় এবং তারিখের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না;
২) যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা ব্যবহার করে ভোট দেননি, তাদের ইজিএম চলাকালীন এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে;
৩) একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও ইজিএম -এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু ইজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না;
৪) ইজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা/ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যাদের নাম কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধনে বা ডিপি এবং আরটিএ দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে।
৫) সদস্যদের ইজিএম নোটিশে প্রদত্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে
(ছ) ইজিএম আহ্বানের নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bindawala.com এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com তে প্রদর্শিত হবে।
(জ) রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং সম্পর্কিত সমস্ত চিঠিপত্র/প্রশ্ন/অভিযোগ বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লি. এর কোম্পানি সচিব শ্রী লতেশ মেহতা, কোম্পানি সেক্রেটারি, রুম নং এম-২১৪, ৩য় তল, ৬৪এ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : info@bindawala.com, ফোন ০৩৩-৪০০৩০৯০৯ ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে।

বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লি. এর পক্ষে
স্বা/-
ভগবান দাস বিন্দাওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০০৩৪২৬৩৯
স্থান : **কলকাতা**
তারিখ : **২১.০১.২০২৬**

গ্রামাঞ্চলে নবজাগরণ, উন্নয়নের ছোঁয়া

পাণ্ডবেশ্বরে বৈদ্যুতিক চুল্লি উদ্বোধন বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বুধবার থেকে যোগ হলো পাণ্ডবেশ্বর উন্নয়নের নতুন পালক 'বৈদ্যুতিক চুল্লি'। পাণ্ডবেশ্বর তথা খনি অঞ্চলে সর্বপ্রথম উদ্বোধন হলো বৈদ্যুতিক চুল্লি। অজয় নদের তীরে পাণ্ডবেশ্বর মহাশ্মশানে বসল ইলেকট্রিক চুল্লি। বুধবার সেই বৈদ্যুতিক চুল্লি সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বোধন করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকল্পটি রূপায়ণের ফলে শবদাহ করতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের সুবিধা হবে বলে জানান তিনি। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সার্থক হলো। পাণ্ডবেশ্বরের সাধারণ মানুষ এই বৈদ্যুতিক চুল্লি হওয়ায় অনেক উপকৃত হবেন। আমার লক্ষ্য পাণ্ডবেশ্বরকে 'মডেল পাণ্ডবেশ্বর'-এর রূপ দেওয়া এবং এই বৈদ্যুতিক চুল্লি কোনও গ্রামাঞ্চলে এর আগে তৈরি হয়নি। সর্বপ্রথম তৈরি হল এই পাণ্ডবেশ্বরে।'

দুর্গাপুরের বীরভানপুর ও রানিগঞ্জ সংলগ্ন মেজিয়া শ্মশান ঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে শবদাহের জন্য জন্য এতদিন খনি অঞ্চলের মানুষজনকে যেতে হতো সেখানে। কিন্তু খনি এলাকা থেকে এই দুটি জায়গার দূরত্ব যথেষ্ট বেশি। এবার অবশ্য সেই সমস্যা থাকবে না। কারণ অজয় নদের পাড়ে পাণ্ডবেশ্বর শ্মশান ঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর প্রকল্প রূপায়ণ করল উখরা রোটারি ক্লাব। প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে 'দে গ্রুপ' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা। সিএসআর প্রকল্পে তারা এই টাকা অনুমোদন করেছে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী সোমাতনন্দ জি মহারাজ, দে গ্রুপ সংস্থার দুই কর্ণধার বিশ্বদ্বীপ দে, সন্দীপ দে-সহ অন্যরা। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'প্রকল্পটি রূপায়ণের ফলে শুধু পাণ্ডবেশ্বর নয়, সংশ্লিষ্ট এলাকার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলার মানুষজনও এর সুবিধা পাবে। এখানে দুটি ইলেক্ট্রিক চুল্লি থাকবে। এই চুল্লিটি পরিচালনা করবে পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি। তাদের হাতে হস্তান্তর করা হল এই দায়িত্ব। বৈদ্যুতিক চুল্লি ছাড়াও আনুষাঙ্গিক উন্নয়ন নিয়ে সর্বমোট প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।'

মেমারি কলেজকে প্রায় ২ কোটি টাকার আয়কর নোটিস!

বিতর্কে জড়ালেন প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না মেমারি কলেজের সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. দেবাশিস চক্রবর্তীর। কলেজ সোশ্যালে উদ্দাম নৃত্য হোক কিংবা তৃতীয় লিঙ্গের সেমিনার আবার আদিবাসী ছাত্রকে মারধর, কটু কথার এসসি, এসটি মামলা হোক কিংবা মেমারি কলেজের এক অধ্যাপিকাকে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে হেনস্থার অভিযোগ- বার বার বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে মেমারি কলেজের সদ্য প্রাক্তণ অধ্যক্ষ ড. দেবাশিস চক্রবর্তী। যত দিন যাচ্ছে এক একটি কাণ্ডে তাঁর নাম প্রকাশ্যে আসছে। এবার যে বিতর্কে তাঁর নাম উঠে এলো তা হতবাক হওয়ার মত বিষয়। মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে মেমারিতে হচ্ছে টা কী? মেমারি কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, আয়কর দপ্তর থেকে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৯ টাকা আয়কর বাবদ জমা করার নোটিশ পাঠিয়েছে গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৫। আর এই বিপুল অঙ্কের নোটিশ পাওয়ার পরই মাথায় হাত পড়েছে মেমারি কলেজ কর্তৃপক্ষের। এতো টাকা কী ভাবে কলেজের ফান্ড থেকে দেওয়া হবে সে নিয়ে দুশ্চিন্তায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ও পরিচালন সমিতি। জানা গিয়েছে, মেমারি কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল দেবাশিস চক্রবর্তীর কাজের গাফিলতির জন্য আয়কর দপ্তর থেকে এই নোটিশ পাঠায়। গত ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ এ পাওয়া আয়কর দপ্তরের পাঠানো নোটিশ থেকে জানা যায় ২০১৬ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ এর মার্চ মাস পর্যন্ত ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল ৫৩ লাখ ৮১ হাজার ৮১৪ টাকা। আনুসঙ্গিক চার্জ নিয়ে যা দাঁড়ায় ৬২ লাখ ৮ হাজার ৪৬১ টাকা। কিন্তু সেই সময়কালে মেমারি কলেজের প্রাক্তণ প্রিন্সিপ্যাল ড. দেবাশিস চক্রবর্তীর গাফিলতির কারণে আয়কর আইনের ধারায় মেমারি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জরিমানা দিতে হবে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭১ হাজার ৮৮৪ টাকা। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫-১৬ সালে কলেজের অডিট রিপোর্টে ৫ কোটি ৩৪ লাখা টাকার একটি লেনদেন হয়েছিল তার ভিত্তিতেই ২০২২-২৩ সালে আয়করের মূল টাকা চেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর সেই থেকে এ বিষয়ে অনীহা দেখান প্রাক্তণ প্রিন্সিপ্যাল। মেমারি কলেজে বর্তমান টিচার ইন চার্জ ড. জয়তী ভট্টাচার্য বলেন, 'এই বিপুল পরিমাণ টাকা এখন আয়কর দপ্তরকে দিতে গেলে মেমারি কলেজ আর্থিক সমস্যায় পড়বে। বিষয়টি নিয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।'

ফের ভুতনির বাঁধ নির্মাণে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গত বছর বর্ষার মরশুমে ভুতনির বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল শতাধিক পরিবার। সেই সময় বাঁধ নির্মাণের কাজের মান নিয়েও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন ভাঙন ও বন্যাকবলিত এলাকার বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতির পর এবারে শীতের মরশুম শেষের দোরগোড়ায় নতুন করেই ভুতনির কাটা বাঁধ নির্মাণ করার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে সেই কাটা বাঁধের টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজের শুরু করে দিয়েছে সেচ দপ্তর। তবে ভুতনি এলাকার অধিকাংশ মানুষ দাবি করেছেন, বিগত দিনে যে ঠিকাদার সংস্থা এইবার বাঁধ তৈরির কাজ করেছিল, তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। সরকারি অর্থ তছরূপ করা হয়েছিল। তাই ঘুরে ফিরে ভুতনি এলাকার ভাঙন ও বন্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজবাজার শহরের মাধবনগর এলাকার ওই ঠিকাদারকে যেন কাজ না দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ওই ঠিকাদারকে বাদ দিয়ে অন্য কোনও সংস্থাকে কাজের দায়িত্ব দেওয়ার দাবি জানিয়ে সোচ্চার হয়েছেন ভুতনি এলাকার শতাধিক পরিবার। তাঁরা বলেছেন, এবারে যদি টেন্ডার প্রক্রিয়ার অজুহাত দেখিয়ে আবার সেই পুরনো ঠিকাদার ভুতনিতে নতুন বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করেন, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন চলবে। সেচ দপ্তরের মালদার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর গুড়িয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেন নি। এপ্রসঙ্গে রাজ্যের সেচ দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'সরকারি পদ্ধতিতে অনলাইন প্রক্রিয়ায় টেন্ডার পেয়ে থাকেন বিভিন্ন ঠিকাদার সংস্থা। ভুতনির এই নতুন বাঁধ তৈরির কাজের বরাত কে পাবে সেটা তো বলতে পারব না। তবে এখনও বরাদ্দ টাকার পরিমাণ চূড়ান্ত হয় নি। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর টাকা বরাদ্দ হলেই আশা করছি সামনের মাস থেকেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে কাজের কোনরকম অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। অবশ্যই নতুন এই বাঁধ নির্মাণের কাজ নিজের থেকে তদারকি করে দেখব।'মানিকচকের বিজেপি নেতা তথা মালদা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপথে গৌড় চন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'এবারে কোনও ভাবেই নতুন করে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করতে দেওয়া যাবে না। রাতদিন এক করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজের তদারকি করব। আর গ্রামবাসীরা যে দাবি করেছেন সেটাও সঠিক।'

বিজেপির তকমা দিয়ে আশা কর্মীদের বাস আটকে দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা

অবরুদ্ধ ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বুধবার, ২১ জানুয়ারি আশা কর্মীদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযান ছিল। সেই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম এক ব্লকের আশা কর্মীরা কলকাতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারি বাস ভাড়া নেন। জানা যায়, নির্ধারিত সময়ে গুসকরা থেকে বাসটি রওনা দিলেও, প্রায় পাঁচ কিলোমিটার অতিক্রম করার পর শিবদা মোড় এলাকায় বাসকর্মীরা জানান, বাস মালিকের নির্দেশে আর কলকাতার দিকে এগোনো যাবে না। অভিযোগ, বাস মালিককে জানানো হয়েছিল যে বাসে থাকা সমস্ত আশা কর্মী বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকেও বাসটি কলকাতা না নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আশা কর্মীরা। প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁরা বর্ধমান, বোলপুর ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। এর জেরে ওই এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যহত হয়। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ও স্থানীয় স্তরে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। কোথাও কোনও আশা কর্মীদের আটকানো বা বাস ও অন্যান্য যানবাহন আটকানোর বিষয়ে তৃণমূলের কোনও অধিকার নেই। কোথাও তাঁদের যানবাহন আটকে গেলে সেটা তাঁরা নিজেরা মিটিয়ে নিক। তৃণমূল কংগ্রেস গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনে কখনও বাধা দেয় না। বাস কেনও যাচ্ছে না তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই।

অম্বিকা, কালনা স্টেশনে আশা কর্মীদের বাধা রেল পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে যাওয়ার আগেই অম্বিকা, কালনা স্টেশনে বাধার মুখে পড়েন আশা কর্মীরা। বুধবার সকালে কালনা রেল পুলিশের পক্ষ থেকে ১৫ জনেরও বেশি আশা কর্মীকে স্টেশনে উঠতেই আটকানো হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ওই আশা কর্মীরা বৈধভাবে টিকিট কেটে স্টেশনে প্রবেশ করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট ট্রেনে চেপে কলকাতার স্বাস্থ্য ভবনের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অভিযোগ, টিকিট থাকা সত্ত্বেও রেল পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদের ট্রেনে উঠতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ কর্মীরা জোর করে তাঁদের টিকিট ফেরত নিয়ে নেন এবং পরে টিকিটের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে কেন এইভাবে তাঁদের আটকানো হল, কী আইনি ভিত্তিতে টিকিট কেটে আসা যাত্রীদের ট্রেনে উঠতে বাধা দেওয়া হল, সেই বিষয়ে পুলিশের তরফ থেকে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ঘটনাকে ঘিরে স্টেশন চত্বরে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা ছড়ায়। আশা কর্মীরা পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশ্ন তোলেন, 'আমরা কি অপরাধী? টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠাও কি এখন অপরাধ?' তাঁদের আরও অভিযোগ, কোনও লিখিত নির্দেশ বা সরকারি নোটিশ দেখানো ছাড়াই শুধুমাত্র আন্দোলনে যাওয়ার আশঙ্কায় তাঁদের আটকানো হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনায় রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠেছে। টিকিট থাকা সত্ত্বেও যাত্রীদের ট্রেনে উঠতে না দেওয়ার নজির বিরল বলে মনে করছেন অনেকে। ঘটনার বিষয়ে রেল পুলিশের তরফে কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে আশা কর্মীদের আন্দোলন আরও জোরালো হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ঝাড়গ্রাম আদালতে হাজিরা দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পুরনো একটি মামলায় ঝাড়গ্রাম আদালতে হাজিরা দিলেন দিলীপ ঘোষ। অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে ২০১৬ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রাম থানায় কয়েকজন তৃণমূল নেতা মামলা দায়ের করেন। প্রথমে দিলীপ ঘোষ ও তুষার ঘোষের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের হলেও, পুলিশ পরে ওই মামলাটি তুলে নেয়। চার্জশিটে অস্ত্রের কথা উল্লেখ করেনি।

বর্তমানে ৩৪১, ৫০৫(সি), ৫০৬, ৫০৭, ১২০বি ধারায় উস্কানি দেওয়া এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের মামলা চলছে। শীঘ্রই তার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হবে। বুধবার সেই মামলাতেই হাজিরা দিতে ঝাড়গ্রাম আদালতে আসেন দিলীপ ঘোষ। সাংসদ ও বিধায়কদের জন্য বিধাননগরের বিশেষ আদালতে এতদিন এই মামলার শুনানি হচ্ছিল।

এ পর্যন্ত ১১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর মামলাটি ঝাড়গ্রাম আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিন আদালত থেকে বেরিয়ে আশাকর্মীদের কলকাতায় যাওয়া আটকাতে পুলিশের তৎপরতা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এভাবে আটকে রাখতে পারবে না। রাজ্য সরকার পুলিশ দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটা পারবে না।' সিএএ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'হাজার হাজার মানুষ সিএএ ফর্ম ফিলাপ করছে। তাঁরা সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন।'

সরকারি নিয়মের বেড়াজালে সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রিতে সমস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কৃষকরা সরকারি ধান বিক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে পারছে না বলে অভিযোগ উঠলো খানাকুলের পলাশপাই এক অঞ্চলে। জানা গেছে, সরকারি নিয়মের জেরে কৃষকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। মাত্র পাঁচ কুইন্টাল ধান কিনছে সরকার। অথচ স্থানীয় কৃষকদের কাছে আরও অনেক বেশি ধান রয়েছে। সেই সব ধান সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েও কৃষকেরা সমস্যায় পড়ছেন। কেন কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে সব ধান কেনা হবে না। সেই প্রশ্ন তুলে এলাকার কৃষকেরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় ওই অঞ্চলের ধান বিক্রয় কেন্দ্রে। খবর পেয়ে পলাশ এক অঞ্চলের সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। তিনি সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং চাষিদের সঙ্গেও কথা বলেন। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, সরকারি ধান বিক্রয় কেন্দ্রের কর্মীরা ব্যবসাদারদের কাছ থেকে ধান কিনছে। অথচ কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনছে না। দালাল বা অসাধু ব্যবসায়ীরা কৃষকদের কাছ থেকে কৃষকবন্ধু কার্ড যোগার করে রেখেছে মাত্র ১০০ টাকা কমিশন দিয়ে বলে অভিযোগ।

সেই কার্ড দেখিয়ে খাতায় কলমে কৃষকের নামে ধান বিক্রি করছে দালালরা। অথচ প্রকৃত কৃষকরা ধান বিক্রয় করতে পারছে না। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ঘটনাস্থলে যান। এই বিষয়ে তিনি বলেন, 'চাষিদের অভিযোগ সরকারি আধিকারিকদের মদতে ও কিছু অসাধু ব্যক্তির মদতে ধান ব্যসায়ীরা এখানে ধান দিচ্ছেন কিন্তু চাষিদের কাছ থেকে ৫ কুইন্টালের বেশি ধান নেওয়া হচ্ছে না। এই খবর পাওয়া মাত্রই আমি ওই ধানক্রয় কেন্দ্র যাই। চাষিদের কাছ থেকে সব ধান কেনার দাবি জানিয়েছি। কাকে অভিযোগ দেব? সব চেয়ারে চোরেরা বসে আছে।' অন্যদিকে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিও এম ডি জাকারিয়া বলেন, 'কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ হলে খতিয়ে দেখা হবে।' সবমিলিয়ে ধান বিক্রিকে কেন্দ্র করে আবারও নতুন কায়দায় দালাল চক্র সক্রিয় আরামবাগ মহকুমায়। এখন দেখার এই দালাল চক্র ভাঙতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়।

উত্তরপাড়ায় পথশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া পুরসভার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বুধবার দুপুরে উত্তরপাড়া ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে নারকেল ফাটিয়ে পথশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছুদিন আগে এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। পর্যায়ক্রমে তা হচ্ছে। বুধবার থেকে এই কর্মসূচি এই পুরসভাতেও চালু হলো। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ২৩ লাখ টাকা ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ১৫ লাখ টাক মঞ্জুর হয়েছে পর্যায়ক্রমে সব ওয়ার্ডে হবে। উত্তরপাড়া পুরসভার জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।' এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সিআইসি সুব্রত মুখার্জি, উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি, কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব, স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী বিশ্বাস সন্দীপ দাস, অর্ণব রায়-সহ বেশ কিছু কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন।

জামুড়িয়ায় পথশ্রীতে বরাদ্দ ১ কোটি ২০ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বুধবার জামুড়িয়া বিধানসভার শ্যামলা অঞ্চলের উন্নয়নের মুকুটে আরও এক নতুন পালক যুক্ত হলো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্বে শ্যামলা অঞ্চল পেতে চলেছে ২ কিলোমিটার দীর্ঘ কংক্রিটের রাস্তা। এই রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। সেই কাজেরই শুভ উদ্বোধন করলেন জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হরে রাম সিং। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সিদ্ধার্থ রানা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা পুতুল ব্যানার্জি ও শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসিত মন্ডল প্রমুখ। বিধায়ক হরেরাম সিং জানান, আলিনগর গ্রাম থেকে শ্যামলা কোলিয়ার পর্যন্ত ১ কিলোমিটার কংক্রিটের বাইপাস রাস্তা ও খোট্টাডিহি গ্রামের শিব মন্দির থেকে বিলপাহাড়ি মোড় যাওয়ার ১ কিলোমিটার মিলিয়ে মোট ২ কিলোমিটার কংক্রিটের রাস্তা নির্মিত হচ্ছে যার আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।

জামুড়িয়ায় আয়ুষ মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আয়ুষ বিভাগের পরিচালনায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়ার চিঁচুড়িয়া দলদলি ময়দানে শুরু হল দু'দিন ব্যাপী আয়ুষ মেলা ২০২৬। এবছর এই মেলা চতুর্থতম বর্ষে পদার্পণ করল। কেন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের এনসিসি বিভাগ এবং চিঁচুড়িয়া উপেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মী এবং গুণীজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সূচনা পূর্বে প্রভাত ফেরির গ্রাম পরিদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে আয়ুষ মেলার মঞ্চে উপস্থিত জেলা সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি, বিধায়ক হরেরাম সিং ও চিকিৎসকদের একাংশ যৌথভাবে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই মেলার সূচনা করেন। আয়ুষমেলায় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়ুষের প্রধান ডক্টর শান্তনু ঘোষ জানান, 'এ বছর পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই আয়ুষ মেলা দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।' একটি অনুষ্ঠিত হয়েছে দুর্গাপুর মহকুমায় এবং অন্যটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে আসানসোল মহকুমার জামুড়িয়ার চিঁচুড়িয়া এলাকায়। এই মেলায় জেলার আটটি ব্লক অংশগ্রহণ করবে। দুইদিন ব্যাপী চলবে এই মেলা। এই মেলার মূল উদ্দেশ্য হল আয়ুষের প্রচার ও প্রসার এবং মানুষের কাছে বিনামূল্যে আয়ুর্বেদ, যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধা, সোয়ারিগোপা, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।'

পাথরের প্লেটের বোঝা পড়ে মৃত শ্রমিক, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গাড়িতে বোঝাই করা পাথরের প্লেটের বোঝা পড়ে দুর্ঘটনা। মৃত এক শ্রমিক, আহত দুই শ্রমিক। ঘটনাস্থলে মাটিয়া থানার পুলিশ। পলাতক পাথর ব্যবসায়ী। মাটিয়া থানার স্কুল বাড়ি এলাকায় টাকি রোডের ধারে একটি পাথরের প্লেটের দোকান থেকে পাথর বোঝাই করছিল একটি মিনি ট্রাক। ট্রাকটি রাস্তায় ওঠার সময় পাথরের প্লেটের বোঝা হুরমুড়িয়ে গাড়ির ডালা ভেঙে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিকদের উপর পড়ে, তিনজন শ্রমিক চাপা পড়ে, এলাকার মানুষ ছুটে এসে পাথরের বোঝা ভেঙে তারপর তিনজনকে উদ্ধার করে, তিনজনকেই প্রথমে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে একজন শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করে, বাকি দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দু'জনকেই কলকাতায় স্থানান্তরিত করেছে। মৃত শ্রমিকের বাড়ি বসিরহাটের ফতুল্লপুর এলাকায় বলে জানা গেছে।

ব্যতিক্রমী সরস্বতী পুজোয় মাতল বাঁকুড়ার রতনপুর গ্রাম

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: রাজ্যের ব্যাতিক্রমী সরস্বতী পুজোর আয়োজনে মেতে উঠেছে বাঁকুড়ার গ্রাম। এই গ্রামে একটানা ন'দিন চলে সরস্বতী দেবীর পুজো। উৎসবে মেতে ওঠে এলাকা। তাই এইগ্রামে দেবী একা আসেন না। এতদিন থাকতে হবে এই গ্রামে তাই সঙ্গে নিয়ে আসেন লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক ও ভগবতীকে। দেবীর সঙ্গেই থাকেন তাঁরা।

প্রাচীন রীতি মেনে বসন্ত পঞ্চমী থেকেই সরস্বতী পুজো শুরু হয়। এই পুজোয় আরও অনেক ব্যতিক্রম আছে। এখানে মহাপ্রভুকে ভোগ নিবেদন করা হয়। সেই ভোগই নিবেদন করা হয় দেবী ও অন্যদের। এই ভোগও ব্যাতিক্রমী। এই অসময়ে ভোগে দেওয়া হয় পাকা কাঁঠাল। সেই পাকা কাঁঠাল নিয়ে গ্রাম পরিক্রমায় মেতে ওঠে গ্রামবাসীরা। একেবারে গোড়া থেকেই এই রীতি চলে আসছে। এই সরস্বতী পূজায় আরও একটি ব্যতিক্রম আছে। এই গ্রামে মূর্তি তৈরি করে দুর্গাপুজো হয় না। তাই সরস্বতীর পুজোতেই উৎসবের আনন্দ মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরা।

ওন্দার রতনপুর গ্রামে রাজ্যের এই ব্যাতিক্রমী সরস্বতী পূজা হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। বসন্ত পঞ্চমীতেই শুরু হয় নদিনের উৎসব। অঞ্জলি দেওয়া, ঠাকুর দেখা, ভোগ খাওয়ায় সামিল হন সংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দারা। এই এলাকার প্রধান উৎসব সরস্বতী পুজো। এই রতনপুর গ্রামের দু-জায়গা দাসপাড়া ও বিশ্বাসপাড়ায় টানা ন'দিন ধরে চলে সরস্বতী পুজো। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, গ্রামের মাঠে রয়েছেন দেবী অম্বিকা। ফলে মূর্তি তৈরী করে দুর্গা পূজার চল নেই গ্রামে। তাই গ্রামে এই সরস্বতী পুজো ঘিরেই যাবতীয় আবেগ,আনন্দ ও উন্মাদনা। কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন যারা প্রতি বছরের মত তারা সরস্বতী পুজোয় ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে শুরু করেছেন। গ্রামে মেলা বসার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই পূজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন প্রস্তুতি ও মহড়া শুরু হয়ে গেছে। পাকা কাঁঠালের খোঁজেও মেতে উঠেছে গ্রামবাসীরা।

মেঘালয়-মণিপুর-ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠা দিবসে মোদী ও শাহের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২১ ০প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার মণিপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মণিপুরের বাসিন্দাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মণিপুরের মানুষ ভারতের অগ্রগতিকে সমৃদ্ধ করেছে। খেলাধূলা, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির প্রতি এই রাজ্যের আবেগ উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় জানান, 'মণিপুরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমি সেই রাজ্যের আমার ভাই ও বোনেদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। মণিপুরের মানুষ ভারতের অগ্রগতিতে অবদান রাখছেন। খেলাধুলো, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির প্রতি এই রাজ্যের অনুরাগ প্রশংসার যোগ্য। আগামী দিনেও রাজ্যটি যেন উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে, সেই প্রার্থনাও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।'

মেঘালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে ওই রাজ্যের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁরা দেশের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং ওই রাজ্য সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভবিষ্যতে মেঘালয় উন্নয়নের যাত্রায় আরও এগিয়ে যাক, এমনটাই প্রার্থনা করেছেন তিনি।

সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেল প্রধানমন্ত্রী এক পোস্ট করেছেন। লিখেছেন, মেঘালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমি সেখানকার জনগণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। মেঘালয়ের জনগণ আমাদের দেশের উন্নয়নে শক্তিশালী অবদান রেখেছেন। এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক প্রাণবন্ততা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। ভবিষ্যতে মেঘালয় উন্নয়নের নতুন শিখরে আরোহণ করতে থাকুক, এই কামনা করি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ত্রিপুরা ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে এই রাজ্যের সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠার প্রার্থনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যাণ্ডলে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীদের শুভেচ্ছা জানাই। ত্রিপুরা ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়ে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করছে। রাজ্যের মানুষ ভারতের উন্নয়নে গতির সঞ্চার করে চলেছেন। আগামী দিনেও এই রাজ্য আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক, সেই প্রার্থনাই করি।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ মেঘালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অমিত শাহ সমাজমাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় বলেন, 'মেঘালয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই। সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এই রাজ্য সংস্কৃতি এবং নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের জন্য পরিচিত। মেঘালয় ভারতের চেতনাকে শক্তি যোগায়। এই রাজ্য প্রগতির এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করুক, সেই প্রার্থনাই করি।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ মণিপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অমিত শাহ সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় বলেছেন, 'মণিপুরের ভাই ও বোনেদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাই। এই রাজ্যে প্রাণবন্ত সংস্কৃতি রয়েছে এবং প্রতিভাবান নাগরিকরা রাজ্যের বাসিন্দা। মণিপুর আমাদের সকলের গর্বের। আগামী দিনে এই রাজ্য উন্নতির নতুন উচ্চতায় পৌঁছাক, সেই কামনাই করি।'

ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরাবাসীকে বাংলায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী। বুধবার তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরার সকল ভাইবোনদের প্রতি রইল অসংখ্য শুভেচ্ছা। উন্নয়নের নয়া শিখরে ত্রিপুরা ভারতের অগ্রগতিতে একটি গর্বিত অবদানকারী হিসেবে আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মোদীজির নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহাজি জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যমে এভাবে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যান, এই কামনা করি।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে অমিত শাহ বলেন, গদর আন্দোলন থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, রাসবিহারী বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন দিশা প্রদান করেছিলেন। 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগে'র মাধ্যমে তিনি বিদেশে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন ও সম্পদ সংগ্রহ করে স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করেছিলেন। ভারত মাতার বীর সন্তান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ময়দান

গোয়ালবাটীতে ক্রীড়া উৎসব ম্যারাথন ও ফুটবল টুর্নামেন্টে সাফল্য

আলিপুর: সোনারপুরের গোয়ালবাটীতে কালীমাতা নাটমন্দির উন্নয়ন সমিতির আয়োজনে ও গোয়ালবাটী যুবচক্র ক্লাবের সহযোগিতায় রবিবার এক বর্ণাঢ্য ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ম্যারাথন দৌড়ে ৩০০-র বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এছাড়াও চার দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট, প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ ও নারীদের খেলাধুলায় উৎসাহ দেওয়ার সামাজিক বার্তা তুলে ধরা হয়। খেলা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। আয়োজকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সর্বস্তরের মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

অভিষেক-রিঙ্কু ঝড়ে উড়ে গেল নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাগপুরে বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে আগ্রাসী ব্যাটিং, কার্যকর ফিনিশিং ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বোলারদের অবদানে ৪৮ রানে ম্যাচ জিতে সিরিজের শুরুটা দারুণভাবে করল সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত।

ওপেনিংয়ে নেমে অভিষেক শর্মা ও শেষ দিকে রিঙ্কু সিংয়ের ঝোড়ো ব্যাটের দাপটে ভারত ২৩৮ রান তোলে। ২৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ড শুরু থেকেই চাপে ছিল। ভারতীয় বোলাররা নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখেন। শিবম সবচেয়ে সফল বোলার হিসেবে ২৮ রানে ২ উইকেট নেন, শেষ ওভারে তুলে নেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। বরুণ চক্রবর্তী ৩৭ রানে ২ উইকেট নেন। অর্শদীপ সিং নতুন ও পুরনো বল; দুই হাতেই কার্যকর বোলিং করে ৩১ রানে ১ উইকেট নেন। শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে ১৯০ রানেই থেমে যায় এবং বিশ্বকাপের আগে আত্মবিশ্বাসী জয় পায় ভারত।

Notice Inviting e-Tender

NIT NO-JOY2/18 of 2025-26 Dt.-16.01.2026. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 01 no. of Work vide **Tender Id: 2026_ZPHD_991979_1** and last date of bid submission is **06.02.2026.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- BDO/EO Joynagar-II Dev. Block/PS Nimpith, South 24 Parganas

---

WBCADC Bagnan Project, Howrah E-Tender Notice

E-bids are invited by the Officer-In- Charge WBCADC Bagnan Project, Tenpur Nabasan, Bagnan, Howrah, Pin -711303 for the Construction of 1 No Duck House at Garchumuk Farm, 58 Gate, Shyampur, Howrah, Pin-711315 of NIT No. 02/E/2025-26 & ID No.-2026_PRD_992382 in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Officer- -In-Charge W.B.C.A.D.C Bagnan Project

TENDER NOTICE

NIET No : 07/15th CFC/JGP/2025-26 Memo No : 17/JGP/2026. 1. Droppings starts from **21/01/2026 at 16:00 hours (IST).** 2. Droppings ends at, **02/02/2026 at 16:00 hours (IST).** 3. Technical bid opens at **05/02/2026 at 12:00 hours.** 4. Financial bids open will be shown in **"wbtenders.gov.in"**
For Details Contact With The Office Of The Undersigned At Any Working Days.

Sd/- Prodhan Juranpur Gram Panchayat Domkal, Murshidabad

Government of West Bengal
Office Of The Executive Engineer Asansol Division
Municipal Engineering Directorate

Notice Inviting E-Tender: WBMAD/05/EE/MED/ASAN/2025-26 (4th Call)

e-tenders are invited from Interested Bonafide Bidders/Govt. Contractors for 36 nos. works of Road & Drain under APAS Scheme within Asansol Municipal Corporation as per the detailed below:-

Sl No.	Name of the Work	Tender ID
1 to 36	Construction of Road and Drain works under APAS Scheme within Asansol Municipal Corporation.	2025_MAD_5008924_1 to 2025_MAD_5008924_36

Last date of submission : 31.01.2026, Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- E.E., M.E. Directorate Asansol Division

Government of West Bengal
Office of the Executive Engineer Asansol Division
Municipal Engineering Directorate

NOTICE INVITING e-TENDER: WBMAD/20/EE/MED/ASAN/2025-26

e-tenders are invited from Interested Bonafide Bidders/Govt. Contractors for Planning, Designing, Construction of Dry Pit Pumping Station at KSTP under AMRUT2.0 (Tranche III) within Asansol Municipal Corporation as per the detailed below:-

Sl No.	Name of the work	Tender ID
2	Planning, Designing, Construction of dry pit pumping station area of 150 square meter at KSTP Pump House, Asansol and all other allied works complete in all respect on turnkey basis under AMRUT2.0 (Tranche III) Programme within Asansol Municipal Corporation.	2026_MAD_992044_1

Last date of submission : 09.02.2026, Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- M.E. Directorate E.E., Asansol Division

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:- NM/PWDT/NIT-090e/2025-2026. Tender ID: 2026_MAD_990445_1. Type of Work:- Balance Work of Car Shed SWM. Bid Submition End Date:- 03-02-2026 at 04:55 PM. Bid Open Date:- 06-02-2026 at 10:00 AM.** N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day And Govt.Website **https://wbtenders.gov.in** Also Given **https://nabadwipmunicipality.in**

SD/- Chairman, Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No :- NM/PWDT/NIT-087e/2025-2026 & NM/PWDT/NIT-088e/2025-2026. Tender ID:-2026_MAD_990465_1, 2026_MAD_990453_1. Type of Work:- Construction of Cement Conc Drain. Bid Submition End Date:- 03-02-2026 at 04:55 PM. Bid Open Date:- 06-02-2026 at 10:00 AM.** N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day And Govt.Website **https://wbtenders.gov.in** Also Given **https://nabadwipmunicipality.in**

SD/- Chairman, Nabadwip Municipality

---

e-Tender Notice

e-Tender invited by the undersigned e-NIT No: 07/15th CFC(TIED)/NADIA/BGGP/2025-26. e-NIT No: 08/15th CFC(UNTIED)/NADIA/BGGP/2024-25. Dated: 16/01/2026. Last date of Bid submission: 31/01/2026 up to 10 A.M. Technical Bid open: 02/02/2026 after 11 A.M. Details on : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

TENDER NOTICE

Tender is invited through offline Bid System The vide NIeT **No:-11/HPGP/2025-26. With Vide Memo No 541/1(16)/ 15th CFC (Tied) /HPGP/2025-26 Dated:-16/01/2025,** The Last date for submission of Bids **02/02/2026 upto 02.00 P.M.** For details Please visit The website: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan Hariharpara Gram Panchayat

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia.**Tender title: NIT No:-NM/PWDT/NIT-086e/2025-2026 & NM/PWDT/NIT-089e/2025-2026.Tender ID:-2026_MAD_990805_1, & 2026_MAD_990454_1. Type of Work:- Construction of Cement Conc Road. Bid Submition End Date:- 03-02-2026 at 04:55 PM. Bid Open Date:- 06-02-2026 at 10:00 AM.** N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day And Govt.Website **https://wbtenders.gov.in/** Also Given **https://nabadwipmunicipality.in**

SD/- Chairman, Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_২৪_২০২৫-২৬, তারিখ ১৭.০১.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রযুক্তিগত সামর্থ্যধারী টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়াতে ইআর. (পিএইচ-২১)-এর জন্য আরবি এলবি আইটেম নং ৫২৮ অফ ২০২৫-২৬ (ডব্লুবি আইটেম নং ৭০২/২০২৪-২৫) = ২৫টি কোচের প্রেক্ষিতে ২০১১ এবং ২০১২-তে নির্মিত ৩০০ এলএইচবি কোচের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পরিবর্তন। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,২৪,৬১,৯৮৭.৫০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০২.২০২৬ ও দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**

(MISC-364/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:- NM/ABPS/NIT-100e/2025-2026 to NM/ABPS/NIT-117e/2025-2026. Tender ID-2026_MAD_5009078_1,2026_MAD_5009086_1, 2026_MAD_5009140_1, 2026_MAD_5009141_1,2026_MAD_5009142_1,2026_MAD_5009143_1, 2026_MAD_5009144_1, 2026_MAD_5009149_1,2026_MAD_5009150_1, 2026_MAD_5009152_1,2026_MAD_5009155_1,2026_MAD_5009156_1, 2026_MAD_5009157_1,2026_MAD_5009158_1,2026_MAD_5009161_1, 2026_MAD_5009162_1,2026_MAD_5009163_1 & 2026_MAD_5009164_1. Type of Work:-** Construction of Cement Conc Road & Drain for APAS Project. **Bid Submition End Date:- 06-02-2026 at 05:00 PM. Bid Open Date:- 09-02-2026 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://tenders.wb.gov.in/** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

SD/- Chairman, Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৩২, তারিখ ২০.০১.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজ- গুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫- ২১-৩৩৮৮-আর১। কাজের নাম ঃ** "সিনি. ডিইএন(১)/হাওড়ার অধীনে বালী গুডস শেডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের" জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৪,৩৭,৬৪৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ১,০৮,৮০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫২৫। কাজের নাম ঃ** (১) "ট্র্যাক মেশিন সাইডিং (ইআই)-২৭টি"র সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৫৪,৮৪,৮৮৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা) ঃ** ২,৭৭,৪০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়-সীমাঃ** উভয়ের জন্য ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ১২.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট থাকলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

(HWH-554/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

OFFICE OF THE
RASULPUR GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O: - Rasulpur, Nabagram, Murshidabad.

NIeT. No. 06/RGP/15th CFC/Tied & Untied/2025-26, Memo No. 206/RGP/2025-26, dated- 21/01/2026. Date of publishing: **22/01/2026 from 11.00 A.M on http://wbtenders.gov.in** Bid downloading starts from: **22/01/2026 from 11.00 A.M.** Bid Downloading ends : **02/02/2026 up to 16.30 P.M.** Last date of Bid submission: **02/02/2026 up to 16.30 P.M.** Technical Bid opening date: **04/02/2026 at 16.30 P.M.** For details logon to **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersigned.

Sd/ -Prodhan
Rasulpur G.P, Nabagram Block

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 134/BEUP/EDU/T/25-26 Dated 21.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Computers for Uttam Chandra Prathamik vidyalaya. Last date of submission of tender: **07.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 133/FCXVSWM/CON/T/25-26 Dated 21.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Covered hydraulic Tractor Trailer. Last date of submission of tender: **07.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 44/25-26/MF/T Dated 21.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **07.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 43/25-26/FCXV/T Dated 21.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **07.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-12/2025-2026 (2nd Call), Dated: 21-01-2026.** The last date for online submission of tender is **28-01-2026 (Wednesday) upto 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2049/25-26 Dated 20.01.2026	Repairing & renovation work at School Road In Ward No-24,25 & 26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.29,13,893.00
WBMAD/ULB/RSM/2050/25-26 Dated 20.01.2026	Construction of Under Ground Pipe Line [pipe dia=600mm & Improvement of Road of Length - 582 m at Shyamkhola More to Bagher Danga at Ward No.- 25 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.70,32,494.00
WBMAD/ULB/RSM/2051/25-26 Dated 20.01.2026	Construction of concrete road with covered Drain and concrete road at Mallick Para, H/o Hannan Mallick to H/o Ranjan Mallick via H/o Saffik to Gitanjali Iron in Ward no-32 within Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.20,58,820.00

Bid Submission end date: **07.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -

WBMAD/UM/662/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/836/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/837/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/828/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 21.01.2026

(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.) Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2052/25-26 Dated 20.01.2026	Construction of Surface Drain at I) H/O Goutam Saha to H/O Biplab Karmokar via H/O Ratan Kar to H/O Ruma Roy and,ii) Concrete Road at H/O Ratan Kar to H/O Tapan Das(Srikrishna Pally),in Ward N0-32,Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,07,557.00
WBMAD/ULB/RSM/2053/25-26 Dated 20.01.2026	Out Side Painting At Harinavi Office & Nulm Building Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.7,77,700.00
WBMAD/ULB/RSM/2054/25-26 Dated 20.01.2026	Road restoration work at Boalia Kabarstan to Alir Panchil Length - 290 m, Width- 6.2+5+4.5=5.23 m In Ward no.07 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.8,72,453.00
WBMAD/ULB/RSM/2055/25-26 Dated 20.01.2026	Repairing & Upgradation of Pond by Sal Bullah Pilling work at K.C.Banerjee Road near Subhashini School in Ward No-18 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.5,28,088.00

Bid Submission end date: **07.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 42/25-26/APAS/T Dated 21.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **07.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -

WBMAD/UM/442/APAS/e-Tender/2025-26(3rd Call) Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/443/APAS/e-Tender/2025-26(3rd Call) Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/515/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/516/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/831/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/832/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/865/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 21.01.2026,

(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.) Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Anup Halder's House to Sagar Tantubai's House at Subhaspally B Block, Ward No.- 42, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-266/25-26
Tender ID : 2026_MAD_992489_1 • Estimated Amount : 14,70,191/-

2) Name of the Work: Renovation of Bituminous Road with Mastic Asphlat from Kada Road Main to Birla Road, at Durbar Samity, within Ward No.- 34, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-268/25-26
Tender ID : 2026_MAD_992677_1 • Estimated Amount : 23,22,702/-

Last Date : 05th February 2026, up to 03:00 pm

3) Name of the Work: Supply & Fixing of LED Flood Light Fittings at different High Mast area of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-73/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_992862_1 • Estimated Amount : 3,77,758/-

4) Name of the Work: Comprehensive Annual Maintenance & Servicing of Split/Window AC(s) installed at different locations under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-36 of 2025-26
Tender ID : 2026_MAD_992400_1 • Estimated Amount : 3,86,962/-

5) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Kamal Chandra Das's House to Asish Maikup's House, from Suit Mukherjee's House to Sandip Kabiraj's Honse, near Ram Rachan Mondal's House, from Pulakesh Das's House to Arun Biswas at Netaji Subhaspally, Ward No.- 42, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-267/25-26
Tender ID : 2026_MAD_992469_1 • Estimated Amount : 8,38,789/-

Last Date : 30th January 2026, up to 03:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Improvement of illumination with steel tubular pole, LED light fittings at Dinesh Sangha Ground & near Milan Sangha club under ward no- 19 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/526(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008453_1 • Estimated Amount : 2,52,225/-

2) Name of the Work: REPAIRING OF ROAD FROM GANGA MONDAL HOUSE TO MANASHA MANDIR, WARD 19, BOOTH-124, UNDER D.M.C. AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/526(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008453_2 • Estimated Amount : 2,84,887/-

3) Name of the Work: REPAIRING OF DRAIN AT BHIRINGI MILAN SANGHA CLUB, WARD 19, BOOTH-124, UNDER DMC AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/526(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008453_3 • Estimated Amount : 2,91,044/-

4) Name of the Work: REPAIRING OF ROAD AND DRAIN FROM BIPLAB MONDAL HOUSE TO ARINDAM BHAWAN HOUSE, UNDER WARD NO.-19, BOOTH-114, D.M.C. AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/453(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009185_1 • Estimated Amount : 1,49,450/-

5) Name of the Work: CONSTRUCTION OF COMMUNITY TIOLET AT ANGANWARI CENTRE UNDER WARD NO.-19, BOOTH-114, DMC AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/453(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009185_2 • Estimated Amount : 8,49,078/-

6) Name of the Work: CONSTRUCTION OF PARKING LOT AT JALKHABAR PUKUR PAR, WARD NO.-18, BOOTH-112, UNDER DMC AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/476(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009198_1 • Estimated Amount : 6,44,126/-

7) Name of the Work: CONSTRUCTION OF CONCREAT ROAD FROM PUNJABI MANDIR TO PUYARA SINGH HOUSE, WARD NO.-18, BOOTH-112, UNDER D.M.C. AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/476(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009198_2 • Estimated Amount : 2,97,207/-

8) Name of the Work: : CONSTRUCTION OF CONCREAT ROAD FROM PARVINDER SINGH HOUSE TO CHARANJIT SINGH HOUSE, WARD NO.-18, BOOTH-112, UNDER D.M.C. AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/476(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009198_3 • Estimated Amount : 57,583/-

9) Name of the Work: CONSTRUCTION OF ROAD, DRAIN AND FLOOR NEAR DHANDABAG SINGHA PARA DURGA TEMPLE UNDER W- 22, BOOTH-22, D.M.C. AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/436(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009117_1 • Estimated Amount : 9,89,215/-

10) Name of the Work: Improvement of road near Vidyasagar Primary School 1No street at Srinagar Pally, Ward No -20 under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/425(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009193_1 • Estimated Amount : 2,42,943/-

11) Name of the Work: Repairing of drain from Tapan Ghosh's house to end of 3A Ward No.- 20, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/425(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009193_2 • Estimated Amount : 2,01,225/-

12) Name of the Work: Repairing of drain of 7no street at Srinnagar Pally, Ward No.- 20, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/425(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009193_3 • Estimated Amount : 2,05,886/-

13) Name of the Work: Repairing of school building at Vidyasagar Pally F.P. School, Ward No.-20 under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/425(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009193_4 • Estimated Amount : 3,38,315/-

14) Name of the Work: Laying of 20 mm dia PVC underground pipe line for Street tap at Vidyasagar Pally Street No D-5, Booth No.-132, Ward No.- 20, Borough- 02 under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/465(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009225_1 • Estimated Amount : 35,395/-

15) Name of the Work: REPAIRING OF DRAIN AT VIDYASAGAR PALLY FROM DEBNATH STORE TO CHINMOY BABU'S HOUSE, WARD NO.-20, BOOTH-132, UNDER D.M.C. AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/465(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009225_2 • Estimated Amount : 85,614/-

16) Name of the Work: REPAIRING OF DRAIN AT VIDYASAGAR PALLY STREET NO D/9, D-3, D-7, D-2, D-53, DSM-1, WARD NO.-20, BOOTH-132, UNDER D.M.C. AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/465(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009225_3 • Estimated Amount : 3,26,052/-

17) Name of the Work: CONSTRUCTION OF CULVERT AT VIDYASAGAR PALLY DSM - 1/12, WARD NO.-20, BOOTH-132, UNDER D.M.C. AREA.
e-Tender No. : WBDMC/W/465(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009225_4 • Estimated Amount : 43,001/-

Last Date : 31st January 2026, up to 01:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ময়দানের ক্রিকেট মাঠের বিচারকদের কী ভাবে কাটে ‘অফ সিজন’ ?

বিট্টু দত্ত

ময়দানে যখন ব্যাটে-বলে উত্তেজনার ঝড় ওঠে, দর্শকের চোখ তখন শুধুই ব্যাটসম্যানের কভার ড্রাইভ বা বোলারের সুইংয়ে আটকে থাকে। ক্যাচ পড়ল কি না, বল লাইন ছুঁল কি না; এই সব বিতর্কে খেলোয়াড় বা বিভিন্ন সময় দর্শক গরম হয়ে ওঠে। অথচ এই সমস্ত উত্তেজনার মাঝখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন যাঁরা, তাঁদের দিকে খুব কম মানুষই তাকান। সাদা কোট পরা, কালো টুপি মাথায়, হাতে কাউন্টার; ময়দানি ক্রিকেটের সেই আম্পায়াররা। মাঠে তাঁরা নিয়মের রক্ষক, কিন্তু মাঠের বাইরে তাঁদের জীবন কেমন, সে গল্প প্রায় অজানাই থেকে যায়।

শহরের প্রায় প্রতিটি ময়দানেই সপ্তাহান্তে দেখা যায় এই পরিচিত মুখগুলোকে। কেউ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এক ম্যাচের পর আর এক ম্যাচ সামলাচ্ছেন। কিন্তু ম্যাচ শেষ হলেই তাঁদের ক্রিকেট-পরিচয় যেন মিলিয়ে যায়। তখন তাঁরা আর আম্পায়ার নন; কেউ স্কুলশিক্ষক, কেউ সরকারি চাকুরিজীবী, কেউ দোকানদার, কেউ আবার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, যাঁর মাসের শেষে সামান্য পেনশনই ভরসা। বহু ময়দানি আম্পায়ার আসলে প্রাক্তন খেলোয়াড়। খেলতে খেলতে একসময় বুঝেছেন, ব্যাট বা বল দিয়ে আর লড়াই চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু ক্রিকেট ছাড়া জীবন কল্পনাই করা যায় না। তখনই তাঁরা বেছে নেন আম্পায়ারিংকে। এই কাজের জন্য বিশেষ কোনও বড় পারিশ্রমিক নেই। দিনের শেষে যে টাকা মেলে, তা দিয়ে বড়জোর যাতায়াত খরচ আর একবেলার খাবার ওঠে। তবু তাঁরা আসেন, কারণ ক্রিকেট তাঁদের কাছে শুধুই খেলা নয়; এ এক আজীবনের নেশা।

মাঠের বাইরে তাঁদের দিন কাটে একেবারে সাধারণ মানুষের মতোই। সকালবেলা কেউ বাস ধরে অফিসের পথে, কেউ স্কুলে পড়াতে যান, কেউ দোকানের শাটার তোলেন। অনেকে আবার সংসারের চাপে অতিরিক্ত কাজ করেন; কখনও টিউশন, কখনও ছোটখাটো ব্যবসা। কিন্তু সপ্তাহান্ত এলেই জীবনের রুটিন বদলে যায়। তখন সাদা কোট, কালো প্যান্ট, পালিশ করা জুতো যত্ন করে ব্যাগে ভরে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা ময়দানের উদ্দেশে। আম্পায়ারদের জীবনের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল সম্মান আর অবহেলা; দুটোই একসঙ্গে বয়ে নিয়ে চলা। মাঠে কোনও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিলেই শুরু হয় সমালোচনা। খেলোয়াড়, দলের কর্মকর্তা, কখনও কখনও দর্শকরাও রাগ উগরে দেন তাঁদের ওপর। অথচ তাঁদের সিদ্ধান্ত ভুল হলে সংশোধনের সুযোগ প্রায় নেই। সেই মানসিক চাপ বহন করে দিনের পর দিন মাঠে দাঁড়ানো সহজ কাজ নয়। তবু তাঁরা মাথা ঠান্ডা রেখে নিয়ম মেনে খেলা চালিয়ে যান। মাঠের বাইরে এই চাপের কোনও স্বীকৃতি নেই। পরিবারের অনেকেই জানেন না, তাঁদের এই পরিশ্রমের মূল্য কতটা। অনেক আম্পায়ার বলেন, ‘লোকজন ভাবে আমরা শখের বশে মাঠে যাই। কেউ বোঝে না, কত দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়াতে হয় ’ তবু পরিবারের সমর্থনই তাঁদের বড় শক্তি। স্ত্রী কিংবা সন্তানরা জানে, বাবার এই সাদা কোট মানেই ক্রিকেটের প্রতি এক নিঃশব্দ ভালোবাসা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বাড়ে। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, রোদ-বৃষ্টি সহ্য করা শরীরের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। তবু অনেকেই মাঠ ছাড়তে পারেন না। কেউ বলেন, ‘যেদিন আর মাঠে নামতে পারব না, সেদিনই বুঝব, সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি ’

ক্রিকেট মাঠই যেন তাঁদের জীবনের সবচেয়ে আপন জায়গা। এই আম্পায়ারদের স্বপ্ন খুব বড় কিছু নয়। তাঁরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে যাওয়ার কথা ভাবেন না। তাঁদের স্বপ্ন ময়দানের ক্রিকেটটা যেন সুষ্ঠুভাবে চলে, খেলোয়াড়রা নিয়ম মেনে খেলুক আর খেলার মর্যাদা অটুট থাকুক। কেউ কেউ চান, ভবিষ্যতে আম্পায়ারদের জন্য আরও প্রশিক্ষণ, সামান্য হলেও স্থায়ী পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হোক। ময়দানি ক্রিকেটের ইতিহাস আসলে এই নিঃশব্দ মানুষগুলোর ইতিহাসও। ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি, বোলারের পাঁচ উইকেট যেমন ক্রিকেটের গল্প তৈরি করে, তেমনই আম্পায়ারদের নিরপেক্ষ উপস্থিতি সেই গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। মাঠের বাইরে তাঁদের জীবন সাধারণ-সংগ্রামে ভরা, কিন্তু মাঠে দাঁড়ালেই তাঁরা হয়ে ওঠেন ক্রিকেটের অদৃশ্য মেরুদণ্ড। পরের বার ময়দানে খেলা দেখতে গেলে, হয়তো আমরা একটু অন্যভাবে তাকাব সেই সাদা কোট পরা মানুষগুলোর দিকে। কারণ, খেলার বাইরেও তাঁদের আছে এক লড়াইয়ের জীবন; যা ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নীরবে চলতেই থাকে।

আই লিগের আলোয় সাফল্যের ‘ডায়মন্ড’ সন্ধানে সাহিল হরিজন

ঋতিকা চক্রবর্তী

বর্তমানে ভারতীয় তথা বাংলা ফুটবলের অন্যতম এক প্রতিভা সাহিল হরিজন। কলকাতা লিগের মতো ঘরোয়া লিগে একের পর এক ম্যাচে নজর কেড়েছেন এই বঙ্গসন্তান। হাবড়ার এই বঙ্গসন্তান নিজেকে মেলে ধরতে এবার এক নতুন মঞ্চ পেয়েছেন। কলকাতা লিগে সাহিলের প্রথম দল পাঠচক্র। ব্যাকভলিতে গোল করে সাহিল হরিজন নজর কেড়েছিলেন। এবারের কলকাতা লিগে এরিয়ানের বিরুদ্ধেও তিনি একটি বিশ্বমানের গোল করেছিলেন। খেলেছেন ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়েও। এবার সাহিলের সামনে বড় সুযোগ। সদ্য আই লিগের দল ডায়মন্ড হারবার এফসিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। স্প্যানিশ কোচ কিবু ভিকুনার নেতৃত্বে নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া সাহিল। ডায়মন্ড হারবারের হয়ে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন লিগেও খেলবেন তিনি।

জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন আগেই পূরণ হয়েছিল সাহিলের। অনুর্ধ্ব -২৩ জাতীয় দলে খেলেছেন তিনি। তবে সাহিলের লক্ষ্য এখন আই লিগ। তাঁর কথাতেই ধরা পড়ল সেটা। সাহিল বলেন, ‘সামনে আমার লক্ষ্য আই লিগ। ভালো করে খেলে আই লিগে নিজেকে প্রমাণ করতে চাই, গোল করতে চাই। তারপর আবার ভারতীয় দলে ডাক এলে সেই দায়িত্ব পালন করব।’ দীর্ঘ দিন ধরে ইউনাইটেড স্পোর্টসে খেলার পর নতুন দলে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন? সাহিল বলেন, ‘ভালোই লাগছে। সময় যেমন এগিয়ে যায়, আমাদেরও এগিয়ে যেতে হয়। একধাপ এগোলাম। নতুন মরশুম, নতুন ক্লাব। নিজেকে আবার নতুন ভাবে প্রমাণের জায়গা।’

জাতীয় দল থেকে এবার আই লিগ, চ্যালেঞ্জ কতটা কঠিন? সাহিল অবশ্য বিশেষ চাপ নিচ্ছেন না। তাঁর কথায়, ‘নিজেকে সেই ভাবে তৈরি করতে হবে। যাতে সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে খেলতে পারি। কিবু স্যারের সঙ্গে সব সময়ই কথা হয়। সব সময়ই তিনি পরামর্শ দেন। খুবই ভালো ব্যবহার করেন।’

ইউনাইটেড স্পোর্টস ছেড়ে সাহিল এসেছেন ডায়মন্ড হারবার এফসিতে। ইউনাইটেড স্পোর্টসের কর্ণধার তথা সাহিলের অভিভাবক নবাব ভট্টাচার্য কি কিছু আলাদা করে পরামর্শ দিয়েছেন সাহিলকে? সাহিলের জবাব, ‘সব সময় মাথা ঠান্ডা রেখে ভালো করে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন।’

ডায়মন্ড হারবার দলে রয়েছেন একের পর এক সেরা ফরোয়ার্ডরা। সে বিদেশি হোক বা ভারতীয়। বিদেশিদের মধ্যে রয়েছেন লুকা মাজসেন, ক্লেইটন দা সিলভা, ব্রাইট এনোবাখানের মতো ফরোয়ার্ডরা। ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন নরহরি শ্রেষ্ঠা ও জবি জাস্টিন। এত অভিজ্ঞতার মাঝেও কি নিজেকে প্রমাণের সুযোগ পাবেন সাহিল? তিনি বলেন, ‘তাঁরা সিনিয়র, তাঁদের আমার থেকে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। নিশ্চয়ই ওঁরা আমাকে গাইড করবেন। সব জায়গাতেই প্রতিযোগিতা থাকে। তবে আমি নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে কোচ নিশ্চয়ই আমাকে খেলাবে। এটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য হবে।’

সাহিলের বাবা অজয় হরিজন পেশায় অ্যাম্বুল্যান্স চালক। তরুণ এই ফুটবলারের প্রিয় তারকা সুনীল ছেত্রী। গোড়ালিতে চোটের কারণে প্রায় ৬ মাস মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু, এবারের কলকাতা ফুটবল লিগে ফের একবার নিজের জাত চিনিয়েছেন সাহিল। ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়ে অবশ্য সাহিল এখনই ভাবতে নারাজ। তাঁর কথায়, ‘একবারে সব ভাবতে গেলে কোনওটাই ঠিক হয় না। ধীরে ধীরে এগোনোই ভালো। আই লিগ, আইএসএল, তারপর জাতীয় দল এইভাবেই চলতে চাই।’

স্বপ্ন ফুটবলার হওয়া

নানান প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে আত্মবিশ্বাসে এগোতে চায় মনোজ-মানিক

সন্ন্যাসী কাউরী

ঘরে অভাব অনটন নিত্য সঙ্গী। নেই ফুটবল ও সাজসরঞ্জাম কেনার সামর্থ্য। আছে উদ্যম আর মনোবল। আর সেই মনবল ও আত্মবিশ্বাস এর উপর ভর করেই ভবিষ্যতে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে মনোজ-মানিক। যেন ফুটবলের দুই রত্ন। একজন মনোজ অন্যজন মানিক। ক্রিড়া প্রেমীদের কাছে এই যমজ দুই ভাই যেন ফুটবলের মনি মানিক্য।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর পাটনা গ্রামের মিন্টু সিং- এর পুত্র মনোজ সিং এবং মানিক সিং। বাবা দিনমজুর। হত দরিদ্র এক আদিবাসী পরিবারে এই দুই ভাইয়ের বেড়ে ওঠা। বাবার বসত ভিটে বাড়িটিও সরকারি জায়গায়। অভাবের সংসারে বেড়ে ওঠা এই দুই সন্তান সম্প্রতি তাক লাগিয়েছে জেলাবাসীকে । তাদের যুগলবন্দি দুর্দান্ত খেলার দৌলতেই বিদ্যালয় পরপর দুই বার জেলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

অনূর্ধ্ব ১৪ ফুটবল প্রতিযোগিতায় দুই-দু বারই নিজের বিদ্যালয়কে চ্যাম্পিয়ন করেছে মনোজ-মানিক। সম্প্রতি আইএফএ কাপ প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ম্যাচে নজর কেড়েছে এই যমজ দুই ভাই। ফাইনালে ছিনিয়ে নিয়েছে আইএফএ জেলা চ্যাম্পিয়নশিপ কাপ। ছোটখাটো চেহারার এই দুই ভাই বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের পেছনে ফেলে ফুটবল পাস কাটিয়ে বার বার নিশানা করেছে গোল পোস্টে। আইএফএ ফুটবলে একটি ম্যাচে নন্দীগ্রাম এ এম হাইস্কুলকে ৭-০ গোলে হারিয়েছে। আইএফএ-র সেমিফাইনালে গেঁওখালি হাই স্কুলকে ৪-২ গোলে এবং ফাইনালে মহিষাদল রাজ হাইস্কুলকে ৩-০ গোলে পরাস্ত করে আইএফএ কাপ জিতে নিয়েছে। আর কিছুদিন পরেই শুরু হবে আইএফএ-র জোনাল স্তরের খেলা। সেখানেও খেলবে এই দুই ভাই।

মনোজ মানিকের পায়ের জাদুতে মুগ্ধ জেলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন। কেবল আইএফএ কাপ নয় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় একের পর এক ম্যাচ খেলে জিতেছে চ্যাম্পিয়ন কাপ। গর্বিত করেছে স্কুল এবং জেলাকে।

মনোজ সিং এবং মানিক সিং দুই ভাই বর্তমানে শ্যামসুন্দরপুর পাটনা হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে।

মনোজ'রা তিন ভাই। মোট পাঁচজনের সংসারে পেট চালাতে হিমশিম খেতে হয় দিনমজুর বাবা মিন্টুকে।

এই দুই ভাইয়ের শৈশব কাটছে খুবই অভাব, অনটনের মধ্যেই। আর্থিক কষ্টের কারণে সঠিক জুতো কিংবা অনুশীলনের সরঞ্জামও কেনার সামর্থ্য নেই। জোটে নি পুষ্টিকর খাবার। নিজের বিদ্যালয় ও বিভিন্ন ক্লাবের দেওয়া জার্সি ও জুতো পরেই জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাঠ কাঁপাচ্ছে দুই ভাই। খেলাধুলার প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা আর অক্লান্ত পরিশ্রমই তাঁদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি বলছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক সেক গোলাম মুস্তাফা এই দুই কৃতি ছাত্রদের আর্থিক অবস্থা ও ক্রিড়া দক্ষতা দেখে ফ্রিতে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। কেবল মনোজ মানিকই নয়, এরকম অনেক কৃতি ফুটবলারদের প্রধান শিক্ষক ফ্রিতে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন; তআমাদের ছাত্ররা প্রমাণ করেছে, আর্থিক অবস্থা যতই খারাপ হোক, প্রতিভা আর পরিশ্রম থাকলে সাফল্য আসবেই। মনোজ মানিকের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে কাজে লাগাতে পারলে তারা অনেক দূর যেতে পারবে। মনোজ মানিক শুধু বিদ্যালয়ের গর্ব নয়, গোটা জেলার জন্য অনুপ্রেরণা।দ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ফুটবলের স্কিল বাড়াতে এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে ফুটবল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী। মনোজ মানিক দুজনেই ভবিষ্যতে ফুটবলার হতে চায়।

এই দুই ভাই জেলার অন্যান্য দরিদ্র পরিবারের সন্তানদেরও স্বপ্ন দেখাচ্ছে - অভাব নয়, আত্মবিশ্বাস ও অধ্যাবসায় সাফল্য ছিনিয়ে আনার আসল চাবিকাঠি।

মনোজ ও মানিক-এর খেলা দেখে দুই ভাইকে আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সাংবাদিক সুজিত কুমার ভৌমিক, আইএফএ-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক বিপ্লব চক্রবর্তী, আইএফএ-র রাজ্য সহ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী।